সর্ব্বশ্রেণীর বিদ্যালযের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্য লিখিত।

# বুনিয়াদী সামাজিক শিক্ষা

ও

# ত্রিপুরা

# সূচীপত্র

## প্রথম অধ্যায়

### সামাজিক শিক্ষা



## দ্বিতীয় অধ্যায়

### প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

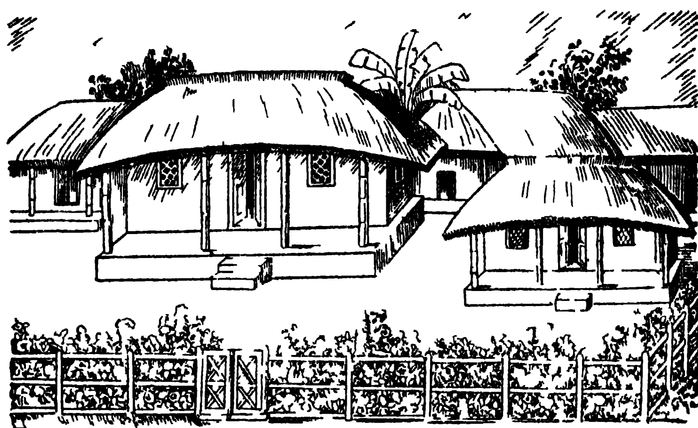
## তৃতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্য

### প্রথম পাঠ

## আমাদের বাড়ী ও গ্রাম

আমি আমার মা-বাবার সহিত আমাদের বাড়ীতে থাকি। বাড়ীতে ভাই, বোন, দাদা, কাকা, জ্যাঠা প্রভৃতি সকলে থাকেন। আমাদের সকলকে লইয়া গঠিত হইল একটি পরিবার।



গ্রামের বাড়ী

আমাদের বাড়ীতে পাঁচটি ঘর আছে। যেমন—শোবার ঘর, রান্না ঘর, ঠাকুর ঘর, গোয়াল ঘর ও বৈঠকখানা। ঘরগুলি খড়ের ছাউনি। মাঝখানে

একটা উঠান আছে। ঠাকুর ঘরের পাশে ফুলের বাগান আছে। বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে। আমাদের বাড়ীর পাশে হারুদের বাড়ী, তাহাদের বাড়ীতে আছে তিনটি ঘর। এইভাবে টেবু, ভুলু, মিনু প্রভৃতি সকলের বাড়ীও পাশাপাশি আছে। দুই বাড়ীর মাঝখানে পায়ে চলার ছোট পথ আছে। এই কয়েকটি বাড়ী লইয়া আমাদের "মধ্যপাড়া" গঠিত।

আমাদের পাড়ার উত্তরদিকে লিলিদের বামুন-পাড়া, দক্ষিণদিকে জেলেপাড়া এবং পশ্চিমদিকে তাঁতীপাড়া। এই কয়েকটি পাড়া লইয়া গঠিত আমাদের "ঈশানপুর" গ্রাম।

গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীতেই চালাঘর। মাত্র কয়েকটি টিনের ছাউনি আছে। গ্রাম উচ্চ সমতল ভূমিতে অবস্থিত। পাড়ার ফাঁকে ফাঁকে পায়ে চলার বড় রাস্তা। গ্রামে যথেষ্ট আলো বাতাস পাই।

আমরা মানুষ, অন্যান্য অনেক প্রাণীর মত আমরাও মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে ভালবাসি। তাই পরিবারের সকলকে নিয়া আমরা ঘর তৈয়ার করিয়া বাস করি। ঝড়-তুফান, রোদ-বৃষ্টি এবং জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার

জন্য ঘর-বাড়ী হইল নিরাপদ আশ্রয়। দৈনিক খাওয়া-পরা ও অন্যান্য সমস্ত কাজ বাড়ীতেই হয়। অবসর সময়ে আমরা এই বাড়ীতেই বিশ্রাম বা নাচ-গান-আমোদ করি।

আমাদের ত্রিপুরায় অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। গ্রামের বাড়ীগুলি সমতল ভূমিতে অবস্থিত। পাশের নীচু জমিতে ধান ও অন্যান্য শাক-সব্জীর চাষ হয়। সমতল ভূমির বাড়ী-গুলি সুন্দর ও পরিষ্কার। বাড়ীতে ফুল ও ফলের বাগান আছে। বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে; ইহাতে আমাদের মন আনন্দে পূর্ণ থাকে। বাবাই বাড়ীর কর্তা। সমস্ত খরচই তিনি চালান। মা ঘরের কাজ করেন। আমরা ছোটরা সম্ভবমত বড়দের সাহায্য করি। বড় ভাই-বোনেরা আমাদের বেশ ভালবাসেন; গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, ময়না ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর দেখাশুনা তাহারাই করেন।

আমাদের ত্রিপুরার পাহাড়ী ভাই-বোনেরা উচ্চ পাহাড়ের গায়ে "টং ঘর" বাঁধিয়া বাস করে। টং ঘর—শাল, বাঁশ ও শণের তৈয়ারী। এই টং ঘর মাচার উপর বাঁধে। মাচার নীচে শুকর,

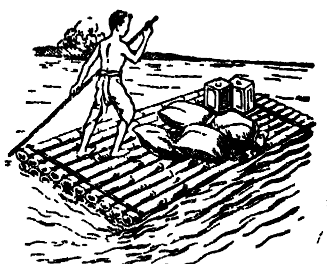
কুকুর, মোরগ ইত্যাদি প্রাণীরা থাকে। মাচার উপরেই থাকা, খাওয়া ও অন্য সকল কাজ হয়। ঘরগুলি তাহারা বেশ পরিষ্কার রাখে। অবসর সময়ে সকলে মিলিয়া নাচ-গান করে। তাহারা খুব পরিশ্রমী। তাহাদের স্বাস্থ্যও বেশ ভাল। চারিদিকের সুন্দর পরিবেশে আনন্দে দিন কাটায়। পুরুষের চেয়ে মেয়েরা বেশী পরিশ্রম করে। অসুখে বাড়ীর অন্যান্যজন ও পাড়ার আত্মীয় পরিজন সকলে সকলকে সাহায্য করে।

**গ্রামের মধ্যে পথ-ঘাট কিরূপ ?**

ত্রিপুরার অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। গ্রামের পথ-ঘাট কাচা। লোকেরা গ্রামের আঁকা-বাঁকা পথে হাঁটিয়া বড় রাস্তায় পোঁছে। এই রাস্তা দিয়া লোকে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যায়। আগরতলা ও অন্যান্য মহকুমা শহরের কাছাকাছি গ্রামের কিছু কিছু রাস্তা পাকা হইতেছে। অনেক জায়গায় রাস্তার দুই ধারে সারি সারি গাছ আছে।

**গ্রামের লোকের যান-বাহন কি ?**

গ্রামের কিছু লোক সাইকেলে চলাফেরা করে। বড় রাস্তায় মোটর, বাসগাড়ী চলে। গ্রামে গরুর গাড়ী ও মহিষের গাড়ী করিয়া মাল আনানেওয়া হয়। ত্রিপুরার কোন কোন গ্রামে সাইকেল-রিক্সা চড়িয়া মানুষ যাতায়াত করে ও মালপত্র আনা-নেওয়া হয়। পাহাড়ীয়া লোকেরা মাথায় ও পিঠে করিয়া মালপত্র বহন করে। কোন কোন জায়গায় নৌকাতে বা বাঁশের ভেলাতে করিয়া লোক চলাচল করে ও মালপত্র আনানেওয়া করে।

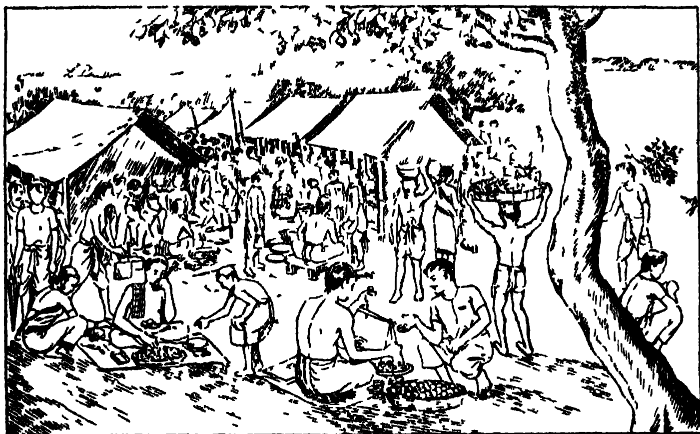


বাঁশের ভেলা

**ত্রিপুরায় হাট-বাজার কিরূপ ?**

আগরতলা শহরের চারিকোণে চারিটি বাজার এবং "গোল বাজার" আছে। সব বাজারই প্রতিদিন সকালে বিকালে বসে। ইহাছাড়া গোল বাজারে সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে। এখানে

বহু দূরের গ্রামের লোক তাহাদের জিনিষপত্র কেনাবেচা করে। ইহাছাড়া প্রত্যেক মহকুমা শহরে বাজার আছে। কয়েকটি গ্রামের মধ্যেও



গ্রামের বাজার

এক একটি বাজার আছে, যেমন—রাণীর বাজার, বৈরাগী বাজার, মোহনপুর বাজার, মনুঘাট বাজার, পানিসাগর বাজার ইত্যাদি। এই সকল বাজারও প্রতিদিন সকালে ও বিকালে বসে; আবার সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। বাজারে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যায়।

**তোমাদের গ্রামে দোকান-পাট আছে কি?**

আমাদের গ্রামের পাশেই রাণীর বাজার। সেখানে আমরা সকল জিনিষ পাই। গ্রামের মধ্যেই

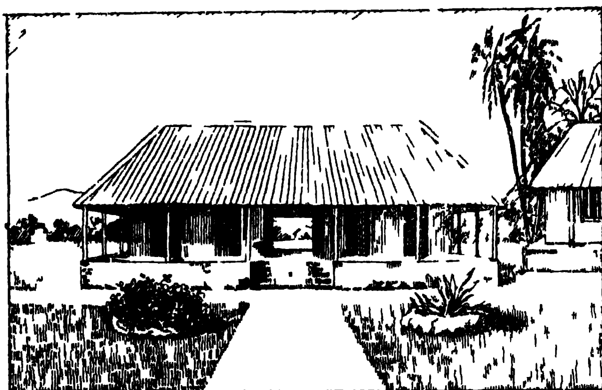
চারিটি মুদির দোকান আছে। এই সকল দোকানে চাউল, ডাল, আটা, ময়দা, তৈল, মশলা, লিখিবার কাগজ, কালি, কলম, শ্লেট, সাবান, পাউরুটি, লজেন্স ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়।


গ্রামের দোকান

গ্রামে দুইটি মিষ্টির দোকান আছে। সেখানে সন্দেশ, রসগোল্লা, সিঙ্গারা, কচুরী প্রভৃতি পাওয়া যায়, এবং গরম চাও তাহারা বিক্রী করে।

**গ্রামে আর কি কি আছে?**

আমাদের গ্রামে "ঈশানপুর নিম্নবুনিয়াদী


বুনিয়াদী বিদ্যালয়

বিদ্যালয়”, ডাকঘর, তহশীল অফিস রহিয়াছে। বিদ্যালয়টি বেশ বড় ও টিনের ছাউনি। বিদ্যালয়ের সামনে ঘাসে ঢাকা প্রশস্ত ভূমি ও ফুলের বাগান আছে।

বিদ্যালয়ের পাশেই ডাকঘর এবং তহশীল অফিস। ডাকঘরে চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া হয়। তহশীল অফিসে সরকারী খাজনা নেওয়া হয়।

## অনুশীলনী

১। গ্রাম কাহাকে বলে? পাড়াই বা কাহাকে বলে?

২। বাড়ী তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন কি?

৩। কোন্ জমিতে বাড়ী তৈয়ারী হয় এবং কোন জমিতে চাষ হয়?

৪। পাহাড়ীদের বাড়ীঘর কিরূপ?

৫। গ্রামের লোকের যানবাহন কিরূপ? কি করিয়া উহারা মালপত্র আনা নেওয়া করে?

৬। মুদির দোকানে কি কি জিনিষ পাওয়া যায়? মিষ্টির দোকানে কি কি খাবার পাওয়া যায়?

———

## দ্বিতীয় পাঠ

# সমাজ ও পরিজন

পুরাকাল হইতেই মানুষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিয়াছে। এই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে পাড়া-গ্রাম। একই গ্রামে নানা শ্রেণীর লোক থাকে, যেমন—কৃষক, ব্যবসায়ী, জেলে, তাঁতী, কামার, কুমার ইত্যাদি। ইহারা সকলে সকলকে নিজেদের কাজে সাহায্য করে। ইহাদের সকলকে নিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে 'সমাজ'।

বাড়ীতে মা-বাবা, ভাই-বোনেরা আমাদের আপনজন ; আবার মামা, মামী, মাসীমা, মেশো, ভগ্নীপতি, পিশে প্রভৃতিও আমাদের আত্মীয়। ইহারা ছাড়া আমাদের আরও পরিজন, বন্ধু আছে ; তাহারা আমাদের নানা কাজের সঙ্গী। সবাইকে নিয়েই আমাদের এই সমাজ। সকলে সকলকে সাহায্য করে। পরিবারেও একজন অন্যজনকে নানাকাজে সাহায্য করে। অতএব আমাদের সমাজ একটা "বৃহৎ পরিবার।"

আমরা সমাজে মিলিয়ামিশিয়া বাস করি। ইহাতে আমাদের প্রধান প্রয়োজন—ভাত, কাপড়

ও থাকিবার স্থান। এই প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য সমাজে আমরা একে অন্যের উপর নির্ভর করি।

**সমাজে চাষীরা আমাদের কি উপকার করে?**

চাষীরা লাঙ্গল কাঁধে গরু নিয়া মাঠে যায়। সমতল ভূমিতে চাষ দেয়। বীজ বোনে। বীজ হইতে ধান, পাট, নানা রকম ডাল ও শাক-সব্জী উৎপন্ন করে। ধান হইতে চাউল হয়। আমরা এই চাউল হইতে ভাত তৈয়ার করিয়া খাই এবং বাঁচিয়া থাকি। চাষীদের আর এক নাম কৃষক। এই কৃষক ভাইয়েরা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া আমাদের বাঁচিবার জন্য শস্য উৎপন্ন করে। পাহাড়ে পাহাড়ীয়া চাষী ভাইয়েরা জুম প্রথায় চাষ করে। এইভাবে কৃষকেরা আমাদের প্রধান উপকার করে।



কৃষক

**ধান কয় প্রকার?**

আমাদের ত্রিপুরাতে ধানই প্রধান ফসল। ত্রিপুরাতে সাধারণতঃ দুই প্রকার ধান হয়—

আউশ ধান ও আমন ধান। কোন কোন জায়গায় বোরো ধানও হয়।

**ত্রিপুরায় শীতকালীন ফসল কি কি ?**

আমাদের এই ত্রিপুরায় কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে নানা রকম ডালের চাষ হয়। ইহা ছাড়া



ত্রিপুরার শীতকালীন ফসল।

শীতকালে মুলা, বেগুন, কপি, আলু, সীম প্রভৃতি নানা রকম শাক-সব্জীর চাষ হয়। এই সময়েই ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর অঞ্চলে প্রচুর কমলালেবু পাওয়া যায়।

**ব্যবসায়ীরা আমাদের কি উপকারে লাগে ?**

যে সকল জিনিষ আমাদের সকল সময়ে লাগে তাহা আমরা গ্রামের হাট বা শহর হইতে কিনিয়া

আনি। হাটে বা শহরে যাহারা আমাদের জন্য নানা জিনিষ যোগাড় করিয়া রাখে তাহাদের ব্যবসায়ী বলে। তাই ব্যবসায়ীরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনা-বেচা করিয়া আমাদের প্রয়োজন মিটায়।

**জেলেরা আমাদের কি উপকার করে?**

আমরা মাছ খাইতে ভালবাসি। মাছ নদী, পুকুর, খাল, বিল ও ঝিলে থাকে। জেলেরা শীতকালে, গরমকালে ও বর্ষাকালে—সব সময়েই জল হইতে মাছ ধরিয়া আমাদের খাদ্যের জন্য নিয়া আসে।



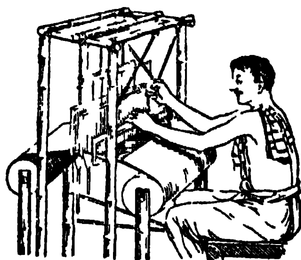
জেলে

ইহাছাড়া গ্রামে তাঁতীভাই, কামারভাই, কুমারভাইয়েরা তাহাদের নিজ বাড়ীতে কিছু কিছু জিনিষ তৈয়ার করে। ইহাদের শিল্পী বলা যায়। তাহারা এই সকল জিনিষ গ্রামের হাটে-বাজারেও শহরে বিক্রী করে।

**তাঁতী ভাইয়েরা কি উপকারে লাগে?**

তাঁতী ঃ তাঁত নামক কলে যাহারা সুতা দিয়া কাপড় বয়ন করে তাহাদের তাঁতী বলে। কাপড়,

চাদর, গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি তাঁতে বোনা হয়। এইভাবে তাঁতীরা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ "কাপড়" যোগায়।



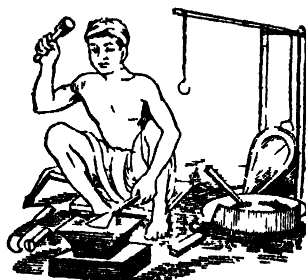
তাঁতী

**সমাজে দরজীরা কি কাজে লাগে ?**

দরজীঃ যাহারা জামা, প্যাণ্ট, সার্ট, প্রভৃতি সেলাই করে তাহাদের দরজী বলে। মা-বাবা আমাদের সুন্দর সুন্দর জামা-প্যাণ্ট দেন ; এই দরজীরাই সেই সার্ট, প্যাণ্ট, জামা তৈয়ার করে।

**কামারেরা আমাদের কি উপকারে লাগে ?**

আমাদের নানা কাজের জন্য দা, কোদাল, খুরপি, হাতা, ঝাঁতী, সাবল, ইত্যাদি নানা যন্ত্র দরকার হয়। কামার ভাইয়েরা লোহা আগুনে পোড়াইয়া এই সকল যন্ত্র তৈয়ার করে এবং আমাদের প্রয়োজন মিটায়।



কামার

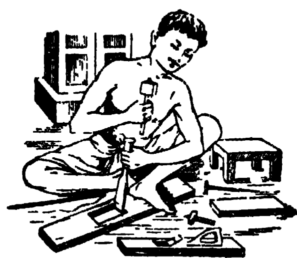
**কুমারেরা আমাদের কি কাজ করে ?**

যাহারা মাটি দিয়া নানা রকম পাত্র তৈয়ার করে তাহাদের কুমার বলে। হাঁড়ি, কলসী, সরা, গেলাস, টব, টালী ইত্যাদি মাটির জিনিষ ; এইগুলি কুমারেরা তৈয়ার করে। ইহাছাড়া তাহারা নানা রকম সুন্দর সুন্দর খেলনা, পুতুল, দেবদেবীর মূর্তি মাটি দিয়া তৈয়ার করে।



কুমার

এই সকল নানা শ্রেণীর লোক ছাড়াও সমাজে আরও লোক আছে। তাহারা নানা ভাবে আমাদের সাহায্য করে। যেমন, কলুরা সরিষার তৈল ও খৈল যোগায়। ছুতারেরা কাঠের জিনিষ— খাট, চেয়ার, টেবিল, টুল, পিঁড়ি, আলমারী, বেঞ্চ, ঘরের দরজা, জানালা ইত্যাদি তৈয়ার করে।



ছুতার

গোয়ালারা দুধ, মাখন, দৈ, ঘি প্রভৃতি যোগায়।

শ্রমিকেরা নানাকাজ করিয়া দেয়। রাজমিস্ত্রী পাকা দালানের কাজ করিয়া দেয়। এই ভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর লোক একে অন্যের কাজ করিয়া দেয়। অতএব সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই আমাদের পরম বন্ধু।



গোয়ালা দুধ লইয়া যাইতেছে।

## অনুশীলনী

১। আত্মীয় স্বজন ব্যতীত তোমার সমাজের আর পরিজন কাহারা?

২। তাঁতী, কুমার ও কৃষক তোমাদের কিভাবে সাহায্য করে বর্ণনা কর।

৩। ব্যবসায়ী কাহাদের বলে? সমাজে ইহাদের প্রয়োজন কোথায়?

৪। তোমাদের সমাজে যদি জেলে, দরজী বা ছুতার না থাকিত তবে তোমাদের কি অসুবিধা হইত?

৫। রাজমিস্ত্রী ও গোয়ালারা কিভাবে সমাজের উপকার করে?

---

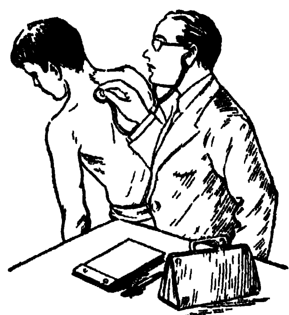
তৃতীয় পাঠ

## সমাজের বন্ধু

সমাজে আত্মীয় পরিজন ছাড়া আরও কিছু লোক আছে যাহারা আমাদের বিশেষ বন্ধুর কাজ করে। ইহাতে আমাদের সুখ ও আনন্দের পরিমাণ বাড়ে। ইহারা হইল—ডাক্তার, চৌকিদার, পুলিশ, ডাকপিয়ন, ডাক-হরকরা প্রভৃতি।

**ডাক্তার আমাদের কি উপকার করেন?**

আমাদের সময়ে সময়ে নানাপ্রকার অসুখ হয়। ডাক্তারগণ আমাদের অসুখে দেখেন; ঔষধ দেন, রোগ উপশম করেন। তাই—ডাক্তারের সাহায্যে আমাদের শরীর ভাল থাকে। তখন আমরা আমাদের কাজ করিতে সমর্থ হই।



ডাক্তার রোগী দেখিতেছেন।

**চৌকিদার আমাদের কি কাজ করে?**

চৌকিদার রাত্রে আমাদের গ্রাম পাহারা দেয়।

রাত্রিকালে তাহারা গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া হাঁক দেয়,—

"বস্তিওয়ালা জাগো,
চোর-ডাকাত ভাগো।"

তাহাদের হাতে লাঠি ও লণ্ঠন থাকে। এজন্য আমাদের গ্রামে চুরি ডাকাতি কম হয়।

**পুলিশ আমাদের কি কাজ করে?**

আমরা সময়ে সময়ে গ্রামে ও শহরে সব জায়গায় পুলিশ দেখিতে পাই। আমাদের ত্রিপুরায় পুলিশেরা খাকি জামা ও প্যাণ্ট পরে। মাথায় টুপি থাকে। পুলিশেরা থানায় থাকে। ত্রিপুরায় কয়েকটি গ্রামের মধ্যে একটি করিয়া থানা আছে।

পুলিশের প্রধান কাজ—গ্রামে ও শহরে শান্তি রক্ষা করা। পুলিশ চোর ডাকাতের হাত হইতে আমাদের রক্ষা করে। অপরাধীদের ধরিয়া বিচারের জন্য আদালতে পাঠায়।



পুলিশ

শহরে পুলিশেরা আরও অনেক কাজ করে। তাহারা রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া মানুষের চলাফেরা

ও গাড়ী চলাচল পরিচালনা করে, যাহাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

**ডাক-পিয়ন আমাদের কি কাজ করে?**

আমার বড়দাদা ও মেঝদিদি কলিকাতা থাকেন। তাঁহারা প্রতিমাসে দুই তিনটি চিঠি লিখেন। আমরাও তাঁহাদের কাছে চিঠি দিয়া নানা সুখ-অসুখে খবর দিই। তাহাদের সেই চিঠি বড় ডাকঘর হইতে আমাদের গ্রামের ডাকঘরে আসে। সেখান হইতে ডাক-পিয়ন ঐ চিঠি আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়। বিদেশে অবস্থিত আমাদের আত্মীয় পরিজনের পাঠানো টাকা, বই, জিনিষ-পত্রের পার্শ্বেল আমাদের কাছে পৌঁছায়।



ডাক-পিয়ন



ডাক-হরকরা

**ডাক-হরকরা আমাদের কি কাজ করে?**

আগেই বলিয়াছি—চিঠি, বই, জিনিষপত্র এক ডাকঘর হইতে অন্য ডাকঘরে যায়। যাহারা গ্রামের

ছোট ডাকঘর হইতে চিঠি পত্রাদি বড় ডাকঘরে অথবা শহরের ডাকঘরে বহন করিয়া নিয়া যায় —তাহাদের 'ডাক-হরকরা' বলে। সুতরাং ডাক-হরকরা আমাদের চিঠিপত্র বহন করিতে সাহায্য করে।

সমাজের এই সকল বন্ধুজন আমাদের গ্রামে বাস নাও করিতে পারে; কিন্তু তাহারা যথা সময়ে আসিয়া আমাদের এই সকল কাজ করিয়া দেয়।

## অনুশীলনী

১। ডাক্তার ও চৌকিদারকে সমাজের বন্ধু বলা হয় কেন?

২। গ্রামে চৌকিদারের কাজ কি বর্ণনা কর।

৩। ত্রিপুরার পুলিশের সাধারণ বর্ণনা দাও।

৪। পুলিশের প্রধান কাজ কি কি? কোন্ কাজটি শহরের পুলিশের করিতে হয়, কিন্তু গ্রামের পুলিশের করিতে হয় না?

৫। ডাক-পিয়ন ও ডাক-হরকরার কাজ কি?

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) — র দোকানে চাল, ডাল, লবণ, তৈল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

(খ) গ্রামে—রাস্তাই বেশী, কিন্তু শহরে অধিকাংশই—রাস্তা।

(গ) ত্রিপুরায় অধিকাংশ লোকই—বাস করে।

(ঘ) পাহাড়ীয়ারা — বাঁধিয়া বাস করে।

(ঙ) পাহাড়ীয়া চাষীরা — প্রথায় চাষ করে।

(চ) সমাজের একজন অন্যজনকে নানা কাজে — করে ; অতএব আমাদের — একটা "বৃহৎ— ।"

---

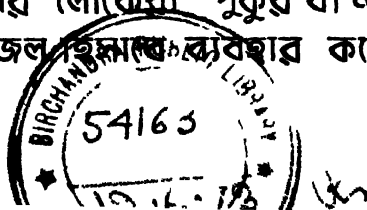
## চতুর্থ পাঠ

## গ্রাম ও শহর

**গ্রামের পরিবেশ কি রকম ?**

ত্রিপুরার গ্রামগুলি উঁচু সমতল ভূমিতে অবস্থিত। গ্রামে অধিকাংশই চালাঘর। ঘরগুলি মাটি, বাঁশ, খড়-কাঠের তৈয়ারী। মাঝে মাঝে দুই-তিন খানা পাকা টিনের-ছাউনি বাড়ী দেখা যায়। গ্রামের পথ-ঘাট কাঁচা, সরু, আঁকা-বাঁকা ; ক্রমে বড় রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। প্রায় বাড়ীতে আম, জাম, কাঠাল, লিচু, আনারস, কলাগাছ প্রভৃতি রহিয়াছে। ফুল ও শাক্-সব্‌জির বাগানও রহিয়াছে। কাহারও কাহারও বড় রকমের আম, কাঠাল, লিচু বাগান আছে।

গ্রামের লোকেরা পুকুর বা নদ-নদীর জলই পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করে। তবে এখন


54163

ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামে নলকুপ বসান হইতেছে। গ্রামের অধিকাংশ লোকে কৃষিকাজ করে। ইহাছাড়া কেহ কেহ নানা শিল্প কাজও করে। তবে গ্রামবাসীরা সাদাসিধা সরল প্রকৃতির।

পাহাড়ী এলাকায় এক একটা উচু টিলায় পনের বিশটি পরিবার একত্রে বাস করে। এই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে পাহাড়ী 'পাড়াগুলি'; যেমন—মহিম সর্দ্দার পাড়া, বেচুরাম রিয়াং পাড়া, বলরামঠাকুর পাড়া। পাশাপাশি কয়েকটি টিলায় অবস্থিত এই রকম পাড়া নিয়া পাহাড়ী গ্রামগুলি গঠিত। পাহাড়ের সরু ও উঁচু-নীচু পথেই তাহারা পিঠে বোঝা লইয়া চলাফেরা করে। টিলায় গাছপাল। তেমন থাকে না। জুম চাষেই তাহারা খাদ্য ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থা করে। পাহাড়ী ঝরণা বা নদীর জলই তাহারা নানা কাজে ও পানীয় জল হিসাবে



পাহাড়ী মেয়ে পিঠে মাল লইয়া যাইতেছে।

ব্যবহার করে। নিকটের বাজার হইতে নানা প্রয়োজনীয় জিনিষ যোগাড় করে।

ত্রিপুরায় আগরতলা সদরই একমাত্র বড় শহর। ইহা ত্রিপুরার রাজধানী। মহকুমা শহরগুলি ছোট ছোট। শহরের রাস্তাগুলি প্রশস্ত, পাকা, পিচ্‌ঢালা ও পরিষ্কার। বাড়ীগুলি অধিকাংশই পাকা, ইটের তৈয়ারী এবং খুব ঘন ঘন বসতি। মোটর গাড়ী, বাস, মোটর লরী ( ট্রাক ), রিক্সা, ও সাইকেল প্রধান যানবাহন। শহরে বিজলী বাতির ব্যবস্থা আছে। পুলিশ রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া গাড়ী ও মানুষের চলাচল দেখাইয়া দেয়। শহরের দোকানপাট সুন্দরভাবে সাজানো থাকে।


রাস্তার মোড়ে পুলিশ

শহরের বেশীর ভাগ লোকই চাকরি করে; আবার অনেকে ডাক্তারী, ওকালতি ও অন্যান্য স্বাধীন ব্যবসা করিয়া উপার্জ্জন করে।

শহরের লোকেরা চলাফেরায় ফিট্‌ফাট। অধিকাংশই শিক্ষিত। শহরে স্কুল-কলেজ,

সাধারণের পাঠাগার, বড় হাসপাতাল থাকে। অধিকাংশ সরকারী অফিসগুলি শহরেই অবস্থিত। ত্রিপুরার মহকুমা শহরগুলি—যেমন উদয়পুর, সোনামুড়া, খোয়াই ইত্যাদি ছোট হইলেও গ্রাম হইতে অনেক উন্নত। এখানে রাস্তাঘাট, যানবাহন, স্কুল-কলেজ এবং হাট-বাজারের অনেক সুবিধা রহিয়াছে।

**কলিকাতা শহর সম্বন্ধে কিছু বল।**

কলিকাতা পশ্চিম বাংলার বড় শহর। ইহা পশ্চিম বাংলার রাজধানী। এক সময়ে এখানে ভারতের রাজধানী ছিল। এখন ইহা ভারতের একটা বড় নগরী। কলিকাতা ব্যবসা বাণিজ্যের এক বিরাট স্থান। এখানে সরকারী অফিস আদালত রহিয়াছে। যাদুঘর, মনুমেণ্ট, চিড়িয়াখানা, হাওড়ার পুল প্রভৃতি দেখিবার মত স্থান।

**শহরে বসবাসের সুবিধা কি?**

গ্রামের তুলনায় শহরে বসবাসের অনেকগুলি সুবিধা আছে। শহরে প্রয়োজনীয় সকল জিনিষ কম আয়াসে পাওয়া যায়; যাতায়াতের সুবিধা বেশী। বাজার, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল—সবই কাছাকাছি থাকে। গ্রামে এই সব সুবিধা কম।

তবে গ্রামে ঐ সব ব্যবস্থা করিয়া গ্রামে বাস করা উচিত। ইহাতে গ্রামগুলি সুন্দর হইয়া উঠিবে।

### অনুশীলনী

১। শহর ও গ্রামের পার্থক্য বর্ণনা কর।

২। কলিকাতা শহর সম্বন্ধে কি জান বল।

৩। শহরে বসবাসের সুবিধা কি কি? অসুবিধাই বা কিরূপ বর্ণনা কর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) শহরের লোকেরা অধিকাংশই —।

(খ) মহকুমা শহরগুলি ছোট হইলেও গ্রাম হইতে অনেক—।

(গ) শহরের লোকেরা চলাফেরায় —।

---

## পঞ্চম পাঠ

## আমাদের বিদ্যালয়

**তোমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বল।**

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম—"ঈশানপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়"। ঘরটি সমতল জায়গায় অবস্থিত—বেশ বড়, টিনের ছাউনি। বিদ্যালয়ের সামনে একটি বাগান আছে; বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে। স্কুল ঘরের দক্ষিণ দিকে একটি শাক্-সবজির বাগান আছে।

স্কুলে আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা ৪৫০ জন আছি। ৪ জন মাষ্টার মহাশয় এবং ৮ জন দিদিমনি আছেন।

**স্কুল কি ভাবে, কখন আরম্ভ হয় ?**

আমরা সকলে ১০টা ৩০ মিনিটে বিদ্যালয়ে আসি। তখন সাফাইয়ের ঘণ্টা পড়ে। সকলে মিলে শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয়ের সকল জায়গা সাফাই করি। সাফাইয়ের পরে হাতমুখ ধুই। প্রার্থনা সভার ঘণ্টা বাজে। প্রত্যেক শ্রেণীর ভাই-বোনেরা শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রার্থনা সভায় গিয়া দাঁড়াই। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর কয়েকজন ভাই-বোন আমাদের সামনে দাঁড়ায়। মাষ্টার মহাশয় ও দিদিমণিরাও দাঁড়ান। সকলে একস্বরে "জনগন মন অধি-নায়ক—" জাতীয় সঙ্গীত করি। প্রার্থনা শেষে আবার শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নিজ নিজ শ্রেণীতে যাই। ১১টা বাজিলে আমাদের দৈনিক পাঠ আরম্ভ হয়।

**বাগানের কাজ কাহারা করে ?**

উচ্চ শ্রেণীর ভাই-বোনেরা ফুল ও শাক্-সব্জির বাগানে কাজ করে। আমরা তাহাদের সাহায্য করি। জল আনিয়া দেই,—ঘাস, আগাছা সাফাই করি। তাহারা আমাদের দেখাইয়া দেয়।

তাহাদের সাহায্যে আমরা আস্তে আস্তে কাজ করিতে শিখি।

**এইভাবে তোমরা কি শিখ?**

সাফাই ও বাগানের কাজের ভিতর দিয়া আমরা অনেক কিছু শিখি, যেমন—

(১) গৃহ ও বিদ্যালয় ঘর পরিষ্কার রাখিতে,

(২) আবর্জ্জনা ও অন্যান্য জিনিষপত্র যথাস্থানে সঞ্চয় করিতে,

(৩) বড় ভাই-বোনেরা আদর যত্ন করিয়া আমাদের কাজ শিখায়। আমরা বড়দের শ্রদ্ধা করিতে ও সুশৃঙ্খল ভাবে সকল রকম কাজ করিতে শিখি,

(৪) সকল কাজে বড়দের কথামত চলিতে,

(৫) লাইনে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে,

(৬) খেলাধূলার সময় নিয়ম শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে,

(৭) বিদ্যালয়ের নানা কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করিতে,

(৮) বড়দের কাছ থেকে কাজের ভার লইবার ক্ষমতা লাভ করিতে,

(৯) আস্তে আস্তে কথা বলিবার অভ্যাস লাভ করিতে,

(১০) সভা সমিতিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে,

(১১) যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা, অন্যের সেবাযত্ন করা ইত্যাদি নানাবিধ অভ্যাস আমরা তাহাদের কাছে শিখি।

**বিদ্যালয়ে আসিবার সময় কি ভাবে তৈয়ার হও ?**

বিদ্যালয়ে আসিবার আগে আমরা বাড়ীতে নিয়মিতভাবে স্নান করি। হাত, মুখ, দাঁত, চুল ইত্যাদি পরিষ্কার করি। আহার করি। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরি। খাতা, বই, শ্লেট লইয়া ভাই-বোনদের সহিত বিদ্যালয়ে আসি।

বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ছাড়া খেলা করি, নাচ-গান করি, বাগানের কাজে সাহায্য করি। এই ভাবে দিনের কাজ শেষ করিয়া আমরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসি।

## অনুশীলনী

১। তোমাদের বিদ্যালয়ের কাজের বর্ণনা দাও।

২। স্কুলের বাগানের কাজ করিয়া তোমরা কি কি শিক্ষা কর ?

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

বিদ্যালয়ে আসিবার আগে আমরা বাড়ীতে নিয়মিত— করি। পরিষ্কার—কাপড় পরি। খাতা, বই, শ্লেট লইয়া—সহিত বিদ্যালয়ে আসি।

## ষষ্ঠ পাঠ

# পাড়া, গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা ও জেলার কথা

আগেই বলিয়াছি, একই শ্রেণীর কয়েকটি বাড়ী নিয়া গঠিত হয় 'পাড়া'। এই রকম পাশাপাশি কয়েকটি পাড়া নিয়া গঠিত হয় 'গ্রাম' যেমন—আমাদের "ঈশানপুর" গ্রাম। পাড়া গ্রামেরই মত। তবে আয়তনে পাড়াগুলি গ্রাম হইতে ছোট।

**গ্রামের কর্ত্তাকে কি বলে?**

ত্রিপুরায় সমভূমি অঞ্চলে গ্রামের কর্ত্তাকে "গাঁয়ের মোড়ল" বলে। পাহাড়ীরা গ্রামের কর্ত্তাকে 'সর্দ্দার' বলে। সর্দ্দারগণ গ্রামের লোকদের সুখ সুবিধার খবর লইয়া থাকেন।

**ইউনিয়ন সম্বন্ধে কি জান?**

পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। ঐ সকল গ্রামের গণ্যমান্য লোকদের নিয়া একটি সমিতি গঠিত হয়,—ইহার নাম "ইউনিয়ন বোর্ড"। এই বোর্ড ঐ সকল

গ্রামবাসীর সুখ সুবিধা দেখে। বোর্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তাকে "প্রেসিডেন্ট" বলে।

ত্রিপুরায় এখন ইউনিয়ন বোর্ডের বদলে "গ্রাম পঞ্চায়েত" গঠিত হইতেছে। এই 'পঞ্চায়েত রাজ'ই ইউনিয়ন বোর্ডের সকল কাজ করিতেছে।

**থানা কাহাকে বলে? থানার কাজ কি?**

কয়েকটি ইউনিয়ন লইয়া গঠিত হয় একটি থানা। যেমন—বিশালগড় থানা। থানার কর্ত্তার নাম 'দারোগা'। গ্রামে যাহাতে চুরি-ডাকাতি না হয়, গ্রামের লোক যাহাতে শান্তিতে বসবাস করিতে পারে, থানা সেইদিকে নজর রাখে।

**মহকুমা কাহাকে বলে?**

কয়েকটি থানা লইয়া একটি মহকুমা হয়। যেমন—'সোনামুড়া' মহকুমা গঠিত হইয়াছে তিনটি থানা লইয়া (ক) সোনামুড়া, (খ) যাত্রাপুর, (গ) কলম চৌরা। মহকুমার কর্ত্তাকে এাডিসনাল এস. ডি-ও বলে। তিনি তাঁহার মহকুমার লোকের শান্তি রক্ষা করেন। বিচারের জন্য মুন্সেফ কোর্ট থাকে; সেখানে মুন্সেফ দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচার করেন এবং এস. ডি-ও এবং তাহার সহকারীরা ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচার করেন।

**থানা সহ ত্রিপুরার মহকুমাগুলির নাম কর।**

(১) আগরতলা সদর— (ক) কোতোয়ালী
(খ) বিশালগড়
(গ) সিধাই

(২) সোনামুড়া মহকুমা— (ক) সোনামুড়া
(খ) যাত্রাপুর
(গ) কলম চৌরা

(৩) উদয়পুর মহকুমা— — রাধাকিশোরপুর

(৪) বিলোনিয়া মহকুমা—(ক) বিলোনিয়া
(খ) পুরান রাজবাড়ী
(গ) বাইকোরা

(৫) সাবরুম মহকুমা— — সাবরুম

(৬) অমরপুর মহকুমা— (ক) অমরপুর
(খ) গণ্ডাছড়া

(৭) খোয়াই মহকুমা— (ক) খোয়াই
(খ) তেলিয়ামুড়া

(৮) কমলপুর মহকুমা— — কমলপুর

(৯) কৈলাসহর মহকুমা—(ক) কৈলাসহর
(খ) ফটিক রায়
(গ) মনু

(১০) ধর্ম্মনগর মহকুমা— (ক) ধর্ম্মনগর
(খ) দাম ছড়া
(গ) কাঞ্চনপুর

**জেলা কাহাকে বলে?**

কয়েকটি মহকুমা লইয়া একটি জেলা গঠিত হয়। যেমন—দশটি মহকুমা লইয়া গঠিত হইয়াছে আমাদের 'ত্রিপুরা'।

[এইভাবে আমাদের ত্রিপুরা একটি জেলার মত। কিন্তু বৃটিশ ভারতে ইহা স্বাধীন রাজ্য ছিল। স্বাধীন ভারতে ইহা ভারতের সহিত যোগ দিয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের এই ত্রিপুরাকে একটি প্রদেশ বা রাজ্য হিসাবে ধরা হইতেছে। এখন ইহার নাম "ইউনিয়ন টেরিটরি-অব-ত্রিপুরা"]

জেলার শাসন কর্ত্তাকে জেলাশাসক বা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বলে। সমস্ত জেলার শান্তিরক্ষা, বিচার, কর আদায় ইত্যাদি কাজ তাঁহার হাতে।

**জেলায় কি কি থাকে?**

(১) জজকোর্ট: জেলায় একটি বড় দেওয়ানী আদালত থাকে। ইহাকে জজকোর্ট বলে। ইহার প্রধান বিচারক • জেলা জজ। এই জজকোর্ট আগরতলায় অবস্থিত।

(২) জেলা বোর্ড: আমাদের ত্রিপুরায় জেলা বোর্ডের বদলে 'পঞ্চায়েত বোর্ড' আছে। এই

পঞ্চায়েত উহার এলাকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পথঘাট, শিল্প, পানীয় জল প্রভৃতির দিকে নজর রাখে।

(৩) মিউনিসিপ্যালিটিঃ ইহা কেবল জেলা শহরে আছে। যেমন—আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি। ইহা শহরের প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথ-ঘাট, পানীয়জল সরবরাহ, যানবাহন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

(৪) হাসপাতাল ঃ জেলার সমস্ত হাসপাতাল গুলির মধ্যে শহরের হাসপাতালই সব চেয়ে বড়, যেমন—(১) আগরতলায় ভি.এম. হাসপাতাল। (২) গোবিন্দ বল্লভ হাসপাতাল।



হাসপাতাল

(৫) জেলখানা ঃ সারা জেলার অন্যান্য জেলখানার মধ্যে জেলা শহরের জেলখানা সবচেয়ে বড়। জেলখানার কর্ত্তার নাম 'জেলার'।

ইহাছাড়া আছে—বড় ডাকঘর—আগরতলার জি. পি. ও.

আগরতলায় মহারাজ বীর বিক্রম কলেজ এবং বড় বড় স্কুল আছে।

**বিভাগ কাহাকে বলে ?**

কয়েকটি জেলা লইয়া একটি বিভাগ গঠিত হয়। যেমন—প্রেসিডেন্সি বিভাগ ( পশ্চিমবঙ্গ )। বিভাগের শাসনকর্ত্তাকে কমিশনার বলে।

**প্রদেশ বা রাজ্য কাহাকে বলে ?**

কয়েকটি বিভাগ লইয়া একটি প্রদেশ বা রাজ্য গঠিত হয়। যেমন ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি। প্রদেশের কর্ত্তাকে গভর্ণর বা রাজ্যপাল বলে।

**দেশ কাহাকে বলে ?**

কয়েকটি প্রদেশ বা রাজ্য লইয়া একটি দেশ গঠিত হয়। যেমন—ভারত রাষ্ট্র।

ভারত আমাদের দেশ। বহুকাল পরাধীন থাকিবার পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বিদেশী শাসকের হাত হইতে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

# ত্রিপুরার কথা

**ত্রিপুরা নাম কি ভাবে হয় ?**

ত্রিপুরা অতি পুরাতন রাজ্য। কথিত আছে যে পুরাকালে চন্দ্র বংশে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম "যযাতি"। তাঁহার পুত্র "দ্রুহ্য" ত্রিপুরার অধিপতি ছিলেন। এই দ্রুহ্যের বংশে "ত্রিপুর" নামে এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন। এই রাজার নাম হইতে রাজ্যের নাম "ত্রিপুরা" হইয়াছে। ইহার পুর্ব্বে ত্রিপুরার নাম ছিল "কিরাত দেশ"।

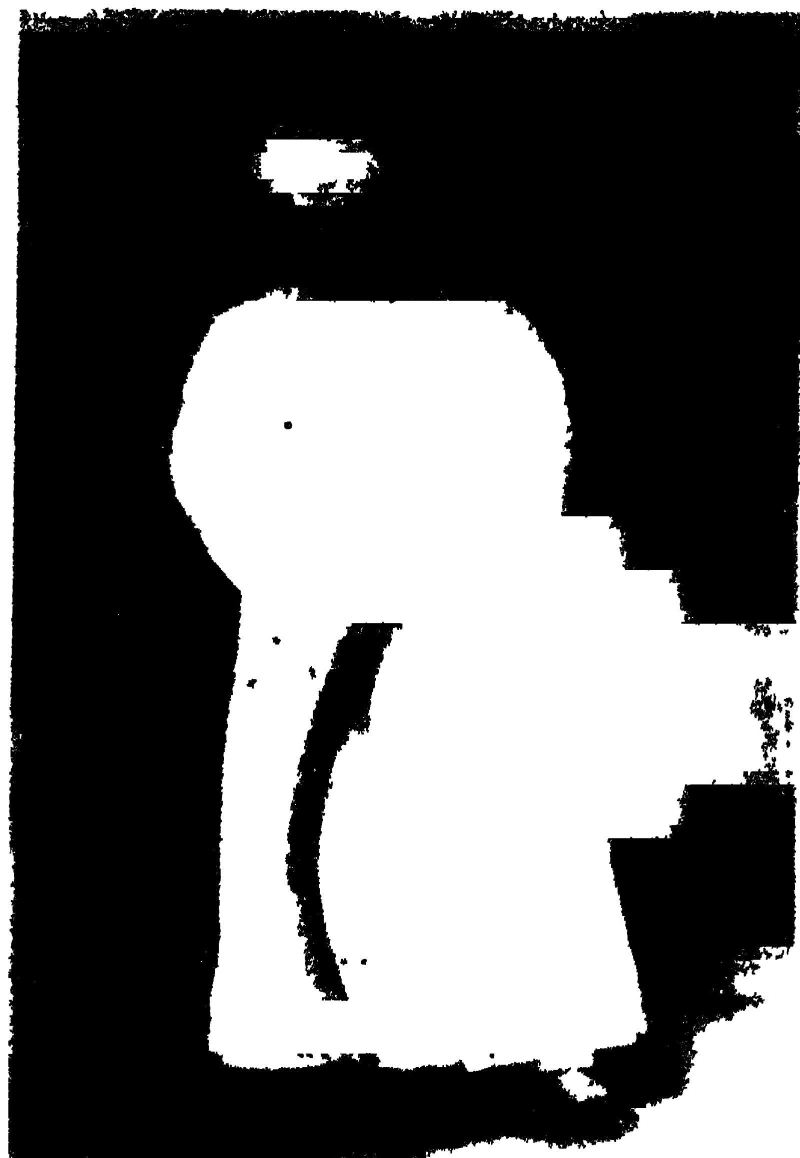
**ত্রিপুরার রাজাদের সম্বন্ধে কি জান বল।**

ত্রিপুরার রাজারা খুব বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহারা ধার্ম্মিক, শিল্পী, দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। তাঁহারা নানা দেব-দেবীর পুজা করিতেন।

**ত্রিপুরার কয়েকটি দেবতা মন্দিরের নাম কর।**

আগরতলায় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শিব মন্দির, দুর্গা মন্দির, জগন্নাথ মন্দির ও কালীবাড়ী আছে।

পুরাতন আগরতলায় চৌদ্দ-দেবতা মন্দির আছে। এই মন্দিরে চৌদ্দটি দেবতার মুর্ত্তি আছে।





তাঁহারা ত্রিপুরার রাজবংশের কুলদেবতা। রাজা "ত্রিলোচন" তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা করেন।

উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির, বিষ্ণুমন্দির, গোপীনাথের মন্দির ও মহাদেব মন্দির আছে।

কৈলাসহরে "ঊনকোটীশ্বরের" (শিব) মন্দির ও অমরপুরে "মঙ্গলচণ্ডীর" মন্দির আছে।

**ত্রিপুরার কয়েকজন রাজার বর্ণনা দাও।**

**মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর**

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ত্রিপুরা রাজবংশের শেষ শাসক। তাঁহার পিতার নাম মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য। মাতার নাম "অরুন্ধতী দেবী"।

বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে রাজা হন। তিনি সুশাসক ছিলেন। তিনি নানাভাবে ত্রিপুরার উন্নতির চিন্তা করেন। তাঁহার চেষ্টায় আগরতলায় সিঙ্গার বিলে "বিমান ঘাটি" স্থাপিত হয়। তিনিই "বীরবিক্রম কলেজ" স্থাপন করেন। তিনি রুদ্রসাগরে "নীর মহল" প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি মারা যান।

তাঁহার পুত্রের নাম মহারাজা কিরীট বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। মহারাজা কিরীট

বিক্রম ভাল ছবি আঁকেন। তিনি একজন ভাল খেলোয়াড় (হকি)। তিনি ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজা। তাঁহার মাতার নাম "মহারানী কাঞ্চণপ্রভা দেবী"।

### মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

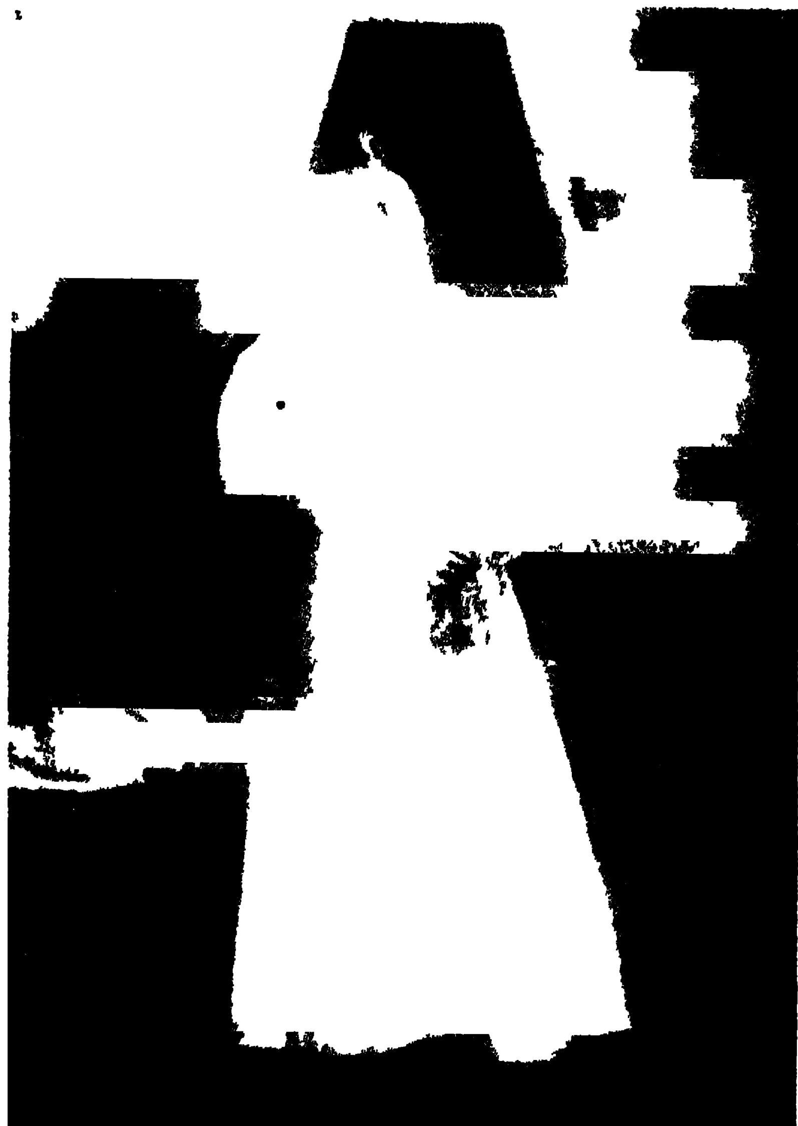
মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য, মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের পুত্র। মাতার নাম "মহারানী তুলসীবতী"।

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর খুব ভাল শিল্পী ছিলেন। তিনি গান ও বাজনা খুব ভাল জানিতেন। তিনি খুব ভাল ছবি আঁকিতে পারিতেন। তাঁহার আঁকা "রাধার বংশী শিক্ষা" এবং "ঝুলনের" ছবি খুব সুন্দর। আগরতলার কুঞ্জবনের প্রাসাদ তিনিই নির্ম্মাণ করেন।

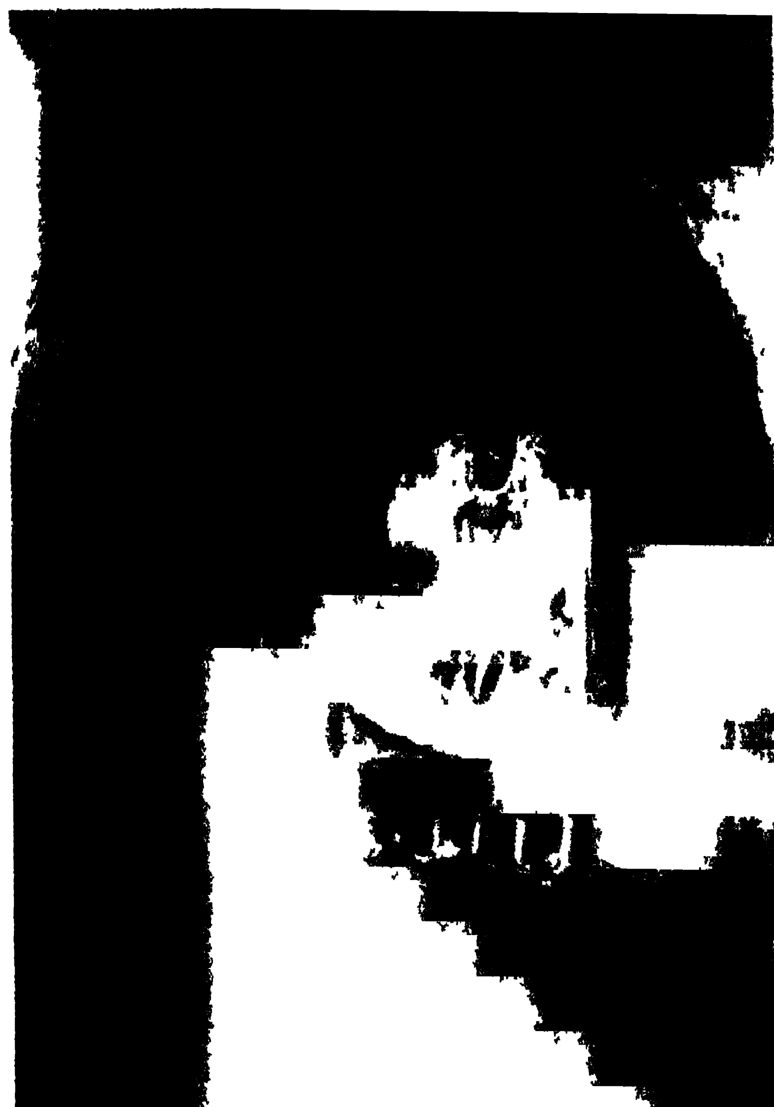
### মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের পর তাঁহার পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরার রাজা হন। তাঁহার মাতার নাম "মহারানী ভানুমতি দেবী"।

মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য দয়ালু, দানশীল এবং ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনিই উমাকান্ত



মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর



একাডেমী, ভি, এম, হাসপাতাল এবং "উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ" নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান আগরতলা শহর তিনিই আরম্ভ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে, যাদবপুর কলেজে প্রচুর টাকা দান করেন। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু বিলাতে থাকিতে তিনি তাহাকে অনেক টাকা সাহায্য করেন। কাশীতে এক মোটর দুর্ঘটনায় এই মহান রাজা মারা যান।

**বর্ত্তমান ত্রিপুরা সম্বন্ধে কি জান?**

"ভারত" আমাদের দেশ, এখানে অনেকগুলি রাজ্য আছে। আমাদের ত্রিপুরা তাহাদের একটি। এখানে "ত্রিপুরা বিধান সভা" আছে। ইংরেজী ১৯৬৩ সাল ১লা জুলাই তারিখে এই বিধান সভা গঠিত হয়। একটি মন্ত্রীসভাও আছে।



শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল সিংহ ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।

এই বিধান সভা ছাড়া আরও একজন লোক আছেন। তাঁহাকে "প্রশাসক" বলা হয়। তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন।

## অনুশীলনী

১। গ্রামের কর্ত্তাকে কি বলে? তাহার কার্য্য কি?

২। ইউনিয়ন বোর্ড কাহাকে বলে? উহার সর্ব্বময় কর্ত্তাকে কি বলে?

৩। মহকুমা কাহাকে বলে? ত্রিপুরার মহকুমা গুলির নাম কর:

৪। সোনামুড়া মহকুমায় কয়টি থানা? উহাদের নাম বল।

৫। মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য কি?

৬। "ত্রিপুরা" নাম কেন হয়?

৭। চৌদ্দ দেবতা কে প্রতিষ্ঠা করেন?

৮। ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির কোথায়?

৯। ত্রিপুরার রাজাদের কি গুণ ছিল?

১০। কে স্থাপিত করিয়াছে বল:—ভি, এম, হাসপাতাল, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, নীরমহল, কুঞ্জবন প্রাসাদ।

১১। ত্রিপুরায় বিধান সভা কখন স্থাপিত হইয়াছে? ইহার মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি বল।

———

## সপ্তম পাঠ

# পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

**পশ্চিম বাংলায় কয়টি বিভাগ ? নাম কর।**

পশ্চিম বাংলায় দুইটি বিভাগ আছে। যথা—(ক) প্রেসিডেন্সি বিভাগ (খ) বর্ধমান বিভাগ।

**কোন্ বিভাগে কয়টি জেলা ? নাম কর।**

(ক) প্রেসিডেন্সি বিভাগ—নয়টি জেলা।

(১) দার্জিলিং (২) জলপাইগুড়ি (৩) কোচবিহার (৪) পশ্চিম দিনাজপুর (৫) মালদহ (৬) মুর্শিদাবাদ (৭) নদীয়া (৮) চব্বিশ পরগণা (৯) কলিকাতা।

কলিকাতা পশ্চিম বাংলার রাজধানী। ইহা ভারতের একটি বড় নগরী।

(খ) বর্ধমান বিভাগ—সাতটি জেলা।

(১) বীরভূম (২) বর্ধমান (৩) হুগলী (৪) হাওড়া (৫) মেদিনীপুর (৬) বাঁকুড়া (৭) পুরুলিয়া।

### অনুশীলনী

১। পশ্চিমবঙ্গের বিভাগ দুইটির নাম কর।

২। প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেলা কয়টির নাম বল।

## অষ্টম পাঠ

# বার মাস, ছয় ঋতু

সূর্য পূর্বদিকে উঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। একজন লোক পূর্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে তাহার বাম হাত উত্তর দিকে, ডান হাত দাক্ষণ দিকে এবং তাহার পিছন পশ্চিম দিকে পড়ে।

**দিন কি ভাবে হয়?**

সূর্য্যের আলো পৃথিবীর সকল অংশে এক সঙ্গে পড়ে না। যে পার্শ্বে সূর্য্য থাকে পৃথিবীর সেই পার্শ্বে সূর্য্যের আলো পড়ে।

পৃথিবীর উপরে সূর্য্যের আলো পড়িলে আমরা সব কিছু দেখিতে পাই। তখন বলি দিন হইয়াছে।

**রাত্রি কি ভাবে হয়?**

পৃথিবীর যে পার্শ্বে সূর্য্য থাকে তাহার বিপরীত পার্শ্বে সূর্য্যের আলো পড়িতে পারে না। পৃথিবীর সেই অংশে তখন অন্ধকার হয়, কিছু দেখা যায় না। তখন বলি রাত্রি হইয়াছে।

**কত ঘণ্টায় দিন হয় ?**

দিন ও রাত্রি মিলিয়া একটি পূর্ণ দিন হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় এক পূর্ণ দিন হয়।

**কত দিনে সপ্তাহ হয় ?**

সাত দিনে এক সপ্তাহ হয়। যেমন—রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবারে এক সপ্তাহ।

**মাস কি ভাবে হয় ?**

পূর্ণ তিরিশ দিনে এক মাস ধরা হয়। কিন্তু কোনও কোনও মাস ৩০ দিনের কম অথবা বেশীও হইয়া থাকে। মাসের সংখ্যা বারটি। যথা—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

**বৎসর কি ভাবে হয় ?**

বার মাসে এক বৎসর হয়।

বৎসরের সকল মাসই যদি ৩০ দিনে হইত তাহা হইলে ৩৬০ দিনে এক বৎসর পূর্ণ হইত; কিন্তু কোনও কোনও মাস ৩০ দিনের বেশী বলিয়া ৩৬৫ দিনে বৎসর পূর্ণ হয়।

**ঋতু কয়টি ? নাম কর।**

বাংলা বৎসরের বার মাসের প্রতি দুই মাসে এক ঋতু হয়। এই ভাবে বৎসরে ছয়টি ঋতু।

(১) গ্রীষ্ম, (২) বর্ষা, (৩) শরৎ, (৪) হেমন্ত, (৫) শীত, (৬) বসন্ত।

**গ্রীষ্ম ঋতু সম্বন্ধে কিছু বল।**

আমাদের দেশে বৎসরের প্রথম দুই মাস— বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ নিয়া হয় গ্রীষ্ম ঋতু। ইহাকে গ্রীষ্মকালও বলে। গ্রীষ্মকালে খুব গরম পড়ে। আমাদের ত্রিপুরাতে তখন আম, কাঠাল, আনারস, জাম প্রভৃতি ফল খুব বেশী পাওয়া যায়।

**বর্ষা ঋতু সম্বন্ধে কিছু বল।**

আষাঢ়, শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। তখন আকাশে ঘন কাল মেঘ থাকে। খুব বেশী বৃষ্টি হয়। পথে-ঘাটে কাদা হয়। নদ-নদী, খাল, বিল জলে পুর্ণ থাকে। চাষীরা এই সময় ধান, পাট বোনে।

**শীত ঋতু সম্বন্ধে কিছু বল।**

পৌষ, মাঘ দুই মাস শীতকাল। তখন ত্রিপুরাতে এবং ভারতের অন্যত্র বেশী শীত পড়ে।

চাষীরা আনন্দের সহিত আমন ধান কাটিয়া আনে। এই সময়ে মুলা, কাপ, সিম এবং নানা রকম শাক-সব্জী খুব বেশী জন্মে।

### অনুশীলনী

১। দিন রাত্রি কি ভাবে হয়, বুঝাইয়া লিখ।

২। কত ঘণ্টায় পূর্ণ একদিন? কয়টি বার ও কয়টি মাস আছে নাম কর।

৩। আমাদের দেশে কয়টি ঋতু দেখা যায়? কোন্ কোন্ মাসে কি কি ঋতু হয় বর্ণনা কর। ঋতুর সহিত ফল ও ফসলের সম্পর্ক কি?

---

## নবম পাঠ

## আকাশের কথা

মাটির উপর দাঁড়াইয়া উপরের দিকে তাকাইলে আমরা বিরাট শূন্য দেখি। ইহাকে আকাশ বলে। অনেকে মনে করে আকাশের রঙ নীল। কিন্তু তাহা নয়। আকাশের কোন রঙ নাই। অনেক দূরের ফাঁকা জায়গাকে নীল বলিয়া মনে হয়।

**আকাশে কি দেখা যায় ?**

দিনের বেলায় আকাশে কেবল সূর্য্য দেখা যায়। রাত্রিতে চাঁদ ও অগণিত তারা দেখা যায়। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে রাত্রির আকাশে ধূমকেতু দেখা যায়।

**সূর্য্য সম্বন্ধে কিছু বল।**

সূর্য্য খুব বড় একটি আগুনের গোলা। ইহার আলোকে পৃথিবী আলোকিত হয়। সূর্য্য আকাশে নিজের চলার পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

**গ্রহ কাহাকে বলে ? তাহার সম্বন্ধে কি জান ?**

কোনও এক সময়ে সূর্য্যের কিছু অংশ দূরে ছিটকাইয়া পড়ে। এই অংশ কয়েক খণ্ডে ভাগ হয় এবং ঠাণ্ডা হয়। এই অংশগুলিকে গ্রহ বলে। আমাদের পৃথিবীও একটি গ্রহ। গ্রহের কোন আলো নাই। গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষপথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। মোট নয়টি গ্রহ আছে।

**চাঁদ সম্বন্ধে কিছু বল।**

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। তাই চাঁদ একটি উপগ্রহ। চাঁদের নিজের কোন আলো

নাই, সুর্য্যের আলোকে আলোকিত। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানীরা চাঁদের সমস্ত কিছু জানিবার চেষ্টা করিতেছেন।

**নক্ষত্র বা তারা সম্বন্ধে কি জান ?**

রাত্রির পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকাইলে অসংখ্য আলোকবিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাই নক্ষত্র বা তারা। প্রকৃতপক্ষে তাহারা এত ছোট নয়। তাহারা অনেকে সুর্য্যের সমান বা বড়। তবে অনেক দুরে আছে বলিয়া এত ছোট দেখায়। তাহাদের নিজস্ব আলোক আছে।

**সন্ধ্যা তারা কাহাকে বলে ?**

সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম আকাশে একটি তারাকে খুব বড় দেখা যায়। ইহাকে সন্ধ্যাতারা বলে। আসলে এটি একটি গ্রহ। সুর্য্যের আলো পড়িয়াই এত উজ্জ্বল দেখায়। ইহার নাম শুক্রগ্রহ, তাই চলতি কথায় ইহার আর এক নাম শুকতারা।

**পূর্ণিমা ও অমাবস্যা কি ?**

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। সুর্য্যের আলো চাঁদের উপরে পড়িলে চাঁদ আলোকিত হয়।

চাঁদের আলোকিত নানা অংশ আমরা দেখিতে পাই। যে রাত্রিতে চাঁদের আলোকিত সমস্ত অংশ আমরা দেখিতে পাই, সেই রাত্রিকে পূর্ণিমা রাত্রি বলা হয়।

পূর্ণিমার পরে আবার চাঁদের আলোকিত অংশ একটু একটু কম দেখি। চৌদ্দ রাত্রি পরে চাঁদের কোন অংশ দেখা যায় না। সেই রাত্রিকে অমাবস্যা রাত্রি বলা হয়।

## অনুশীলনী

১। গ্রহ ও উপগ্রহ কাহাকে বলে? চাঁদের আলো কি তাহার নিজস্ব আলো?

২। রাত্রির আকাশে কি কি দেখা যায়?

৩। নক্ষত্র সম্বন্ধে কি জান লিখ। সন্ধ্যাতারা কি নক্ষত্র? সন্ধ্যাতারার অপর নাম কি?

৪। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা কাহাকে বলে বর্ণনা করিয়া বুঝাও।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রকৃতি বিজ্ঞান

### প্রথম পাঠ

### জীবের কথা

**প্রকৃতি কাহাকে বলে ?**

জীব ও জড় লইয়া গঠিত এই জগৎকে প্রকৃতি বলে।

**জীব বলিতে কি বুঝ ?**

যাহাদের জীবন বা প্রাণ আছে, তাহাদের জীব বলা হয়। যথা—মানুষ, পশু, পাখী, পোকামাকড়, গাছপালা প্রভৃতি।

**জড় বলিতে কি বুঝ ?**

যাহাদের জীবন বা প্রাণ নাই, তাহাদের জড় বলা হয়। যথা—মাটি, জল, বায়ু, ইট, কাঠ, পাথর, টেবিল, চেয়ার, চক ইত্যাদি।

**জীব কয় প্রকার এবং কি কি ?**

জীব দুই প্রকার। উদ্ভিদ ও প্রাণী।

**উদ্ভিদ সম্বন্ধে কিছু বল।**

প্রায় সকল উদ্ভিদই মাটির উপর এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকে। চলাফেরা করিতে পারে না। মূল দিয়া খাদ্যরস গ্রহণ করে। নিজেরা নিজেদের খাদ্য তৈয়ার করে। উদ্ভিদের প্রাণ আছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ইহা সুন্দর ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। উদ্ভিদের জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু আছে। উদ্ভিদ বায়ুদ্বারা নিঃশ্বাস লয়। উদ্ভিদ বংশ বিস্তার করে।

**প্রাণী সম্বন্ধে কিছু বল।**

প্রাণী চলাফেরা করিতে পারে। প্রাণীরও জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু আছে। প্রাণী বংশ বিস্তার করে। প্রাণী বায়ুদ্বারা নিঃশ্বাস লয়; তৈয়ারী খাদ্য মুখ দিয়া গ্রহণ করে।

## অনুশীলনী

১। জড় ও জীব উদাহরণ সহ বর্ণনা কর। জড় ও জীবের পার্থক্য কি কি?

২। জীব কয় প্রকার, তাহার পার্থক্য কোথায়?

৩। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কে? তিনি কি করিয়াছিলেন?

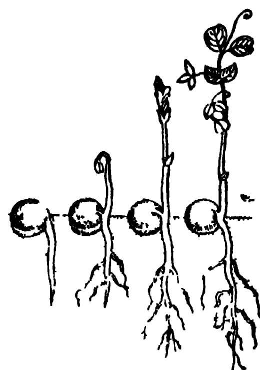
## দ্বিতীয় পাঠ

# গাছপালার কথা

আমাদের বিদ্যালয়ে ফুল ও সব্জীর বাগান আছে। সেখানে নানা রকম ফুলের গাছ, শাক-সব্জীর গাছ হয়।

### গাছের জন্ম কি ভাবে হয়?

নরম মাটির নীচে বীজ পুতিয়া রাখিলে তিন চার দিন পরে উহার ভিতর হইতে একটি অংশ বাহির হইয়া আসে। ইহাকে অঙ্কুর বলে। ইহাই পরে গাছে পরিণত হয়।

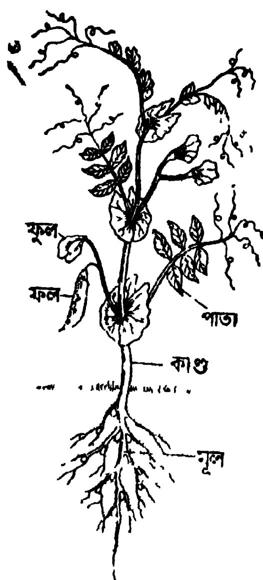


গাছের জন্ম

### গাছের কি কি অংশ আছে?

গাছের একটি অংশ মাটির নীচে থাকে। ইহাকে গাছের মূল বলে। মাটির উপরের অংশকে কাণ্ড বলে। কাণ্ডে শাখা প্রশাখা হয়। এই

শাখা প্রশাখা পাতা, ফুল ও ফল বহন করে। তাহা হইলে গাছের মোট অংশ—মুল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল।

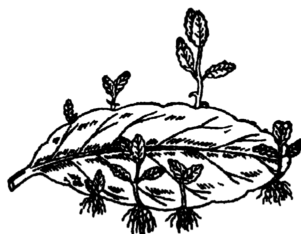


মটর গাছের বিভিন্ন অংশ

আমরা যেমন হাত পা দিয়া নানা কাজ করি, উদ্ভিদও ঐ সমস্ত অংশ দিয়া নানা কাজ করে।

মুল গাছকে মাটির সহিত আটকাইয়া রাখে। গাছ মুল দিয়া খাদ্য গ্রহণ করে, বংশ রক্ষাও করে। যেমন—মিষ্টি আলু। পাতা গাছের খাদ্য তৈয়ারী করে। এই-ভাবে গাছের প্রত্যেক অংশ নিজ নিজ কাজ করে।


মিষ্টি আলু


পাথর কুচির পাতা

ইহাছাড়া মুল, কাণ্ড, পাতা বংশ বৃদ্ধির কাজও করে।

**গাছের কোন্ অংশ কোন্ দিকে বাড়ে ?**

গাছের মূল মাটির নীচের দিকে বাড়ে। কাণ্ড, পাতা ইত্যাদি মাটির উপরে থাকে।

**গাছের বৃদ্ধির জন্য কি লাগে ?**

গাছের বৃদ্ধির জন্য আলো, বাতাস ও জল লাগে। ইহাদের যে কোন একটির অভাব হইলে গাছের বৃদ্ধি হয় না।

[ শিক্ষক মহাশয় টবে কোন গাছ রোপন করিয়া প্রথমে ঘরের ভিতরে রাখিয়া, পরে রৌদ্রে দিয়া দেখাইতে পারেন যে গাছের বৃদ্ধিতে—আলো, বাতাস, জল প্রত্যেকটির দরকার। ]

**তোমাদের বাগানে কি কি গাছ আছে ?**

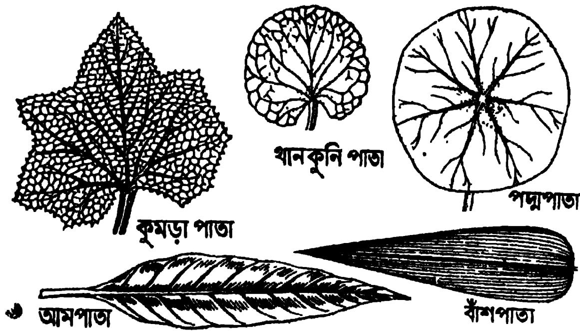
আমাদের বাগানে এক এক ঋতুতে এক এক গাছ হয়। শীতকালে আলু, মুলা, কপি, সিম ও নানারকম শাকের গাছ হয়। অন্য সময়ে বেগুন, মরিচ, কুমড়া, ঢেড়স ইত্যাদির গাছ হয়।

আমরা সকলে এই বাগানের কাজে সাহায্য করি।

**গাছের পাতা সম্বন্ধে কিছু বল।**

গাছের পাতা সবুজ রঙ-এর। পাতা গাছের খাদ্য তৈয়ার করে। সকল গাছের পাতা এক

রকম নয়। কোনটা গোল—( কুমড়া, থানকুনী, পদ্ম পাতা ইত্যাদি ), কোনটা লম্বা—( আম,




ধান, বাঁশ পাতা ইত্যাদি )। পাতা বড়-ছোট হয়। পাতা পুরু, রসাল ও পাতলা হয়।

## অনুশীলনী

১। একটি উদ্ভিদের জন্মকথা বর্ণনা কর।

২। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুল কাহাকে বলে? তাহাদের বিভিন্ন কার্য বর্ণনা কর।

৩। বিভিন্ন গাছের পাতার রং ও আকৃতি সম্বন্ধে কি জান লিখ।

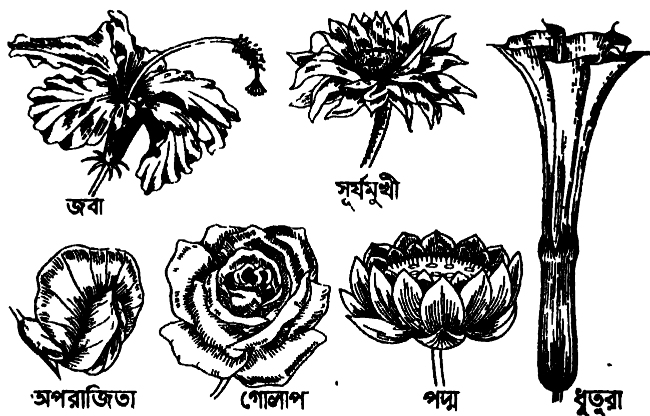
———

## তৃতীয় পাঠ

# ফুলের কথা

**ফুল আমাদের ভাল লাগে কেন ?**

নানা রকমের ফুল আছে। ফুলে সুগন্ধ আছে। ফুলের এই রঙ ও সুগন্ধিতে আমরা আনন্দ পাই। এজন্য আমরা ফুল ভালবাসি। উৎসবের দিনে আমরা ফুল দিয়া ঘর সাজাই, দেবতার পুজা করি।




নানা রঙের ফুল আছে, যেমন—লাল, সাদা, হলদে, সোনালী, খয়েরী, গোলাপী, ইত্যাদি। অনেক ফুলে গন্ধ আছে, আবার কোন কোন ফুলে গন্ধ থাকে না।

**কয়েকটি বিভিন্ন রঙ-এর ফুলের নাম কর।**

লালফুল—জবা, পলাশ, অশোক, শিমুল।

সাদা—সিউলি, গন্ধরাজ, বেল, জুই, মুলাফুল, ধুতুরা।

নীল—অপরাজিতা।

হলুদ—গাঁদা, কসমস, সরিষা, সুর্য্যমুখী, করবী।

গোলাপী—গোলাপফুল, ডালিয়া, পদ্ম, করবী।

সোনালী—চাঁপা।

ইহা ছাড়া দুই তিন রঙে মিশানো নানা ফুল আছে।

**মৌমাছি, পাখী, কীট-পতঙ্গ ফুলে বসে কেন?**

প্রায় সকল ফুলেই মধু আছে। ঐ মধু খাইবার জন্য মৌমাছি, পাখী, কীট-পতঙ্গ ফুলে বসে।

**ইহাতে ফুলের কি কাজ হয়?**

মৌমাছি, পাখী, কীট-পতঙ্গ ফুলের উপর বসিলে ফুলের রেণুর মিলন হইবার সুবিধা হয়।



প্রজাপতি ফুলের মধু খাইতেছে

**পাপড়ি কাহাকে বলে ?**

পাতার মত চেপ্টা ফুলের অংশটিকে পাপড়ি বলে। ফুলের পাপড়িগুলি নানা রঙ-এর হয়।



জবাফুল

**পাপড়িগুলি ফুলে কি ভাবে থাকে ?**

করবী, কুমড়া, লাউ' ধুতুরা প্রভৃতি ফুলের পাপড়ি জোড়া থাকে।

জবা, ডালিয়া, পদ্ম প্রভৃতি ফুলের পাপড়ি আলাদা আলাদা থাকে।

**গাছে কখন ফুল আসে ?**

গাছ বড় হইলে কুঁড়ি বা মুকুল হয়। কুঁড়িগুলি বড় হইলে ফুলে পরিণত হয়।

শিম, মূলা, কপি, নানারকম ডাল, মটর, বেগুন, টম্যাটো ইত্যাদি গাছের ফুল শীতকালে আসে।

আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস ইত্যাদি গাছে বসন্ত ঋতুতে ফুল আসে।

এইভাবে আমাদের দেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন গাছে ফুলের সমাগম হয়।

## চতুর্থ পাঠ

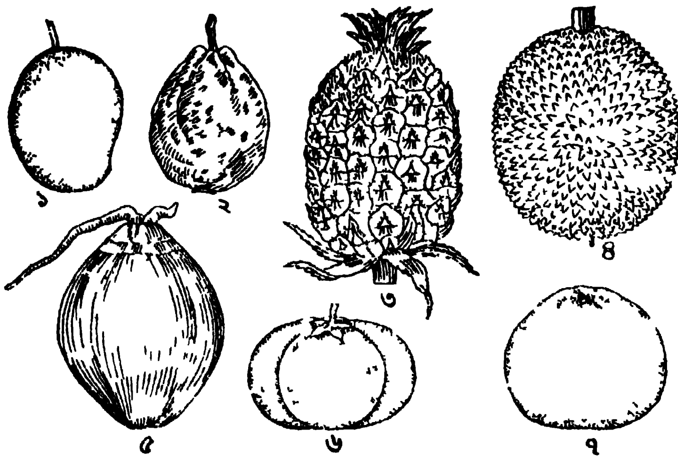
# ফলের কথা

**ফল কি ভাবে হয়।**

রেণুর মিলন হইলে ফুলের গর্ভকোষ ফলে পরিণত হয়। কোন কোন ফল পাকিলে খাইতে রসাল হয়। আবার কোন কোন ফল সব্জীরূপে ব্যবহার হয়।

**ত্রিপুরায় কি কি ফল পাওয়া যায়?**

ত্রিপুরায় আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, কলা,



(১) আম (২) পেয়ারা (৩) আনারস (৪) কাঁঠাল (৫) ডাব (৬) টম্যাটো (৭) কমলা।

পেঁপে, ডাব-নারিকেল, কমলালেবু, শশা, মরিচ, লিচু, চিনার ইত্যাদি ফল পাওয়া যায়।

**ফল খাইতে কি রকম?**

আম, জাম, কাঁঠাল, চিনার, তরমুজ ইত্যাদি খাইতে মিষ্টি।

তেঁতুল, লেবু, টম্যাটো ইত্যাদি টক।

মরিচ—ঝাল।

আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কমলা, চিনার, তরমুজ ইত্যাদি খাইতে রসাল।

শিম, মটর, ডাল, সুপারী, নারিকেল ইত্যাদি ফল শুক্‌না, কোন রস নাই।

এইভাবে ফল দুই প্রকার—(১) রসাল, (২) নীরস বা শুষ্ক।

**বীজ কি?**

ফলের যে অংশ রোপন করিলে নুতন গাছ হয় —তাহাকে বীজ বলে। বীজ ফলের ভিতরেই থাকে। আমরা এই বীজকে বীচি বা আঁটি বলি।

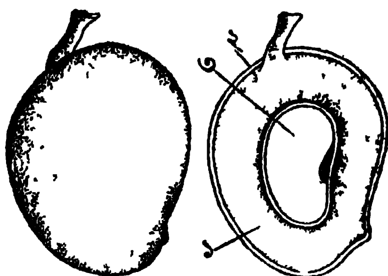
**ফলে কয়টি বীজ থাকে?**

আম, জাম, লিচু, কুল প্রভৃতি ফলে একটি করিয়া বীজ বা আঁটি থাকে।

কাঁঠাল, কমলা, কুমড়া, শিম, বরবটি, লাউ প্রভৃতি ফলে অনেকগুলি বীচি থাকে।

**ফলের কি কি অংশ আছে?**

ফলের উপরের অংশকে খোসা বলে। খোসার নীচের অংশকে শাঁস বলে। আমরা এই শাঁস খাই। শাঁসের নীচের অংশকে আঁটি বা বীচি বলে। এই ভাবে ফলের তিনটি অংশ—(১) শাঁস (২) খোসা (৩) আঁটি।



আমের বিভিন্ন অংশ

**ফল ও বীজ কি ভাবে দূরে যায়?**

মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীরা ফল ও বীজ খাইবার জন্য এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় নিয়া যায়। ফল খাইয়া বীজ ফেলিয়া দেয়। এইভাবে বীজ নানা জায়গায় ছড়াইয়া পড়ে।

## অনুশীলনী

১। কয়েকটি বিভিন্ন বর্ণের ফুলের নাম কর।

২। কোন্ কোন্ ফুলের পাপড়ি জোড়া থাকে?

৩। বসন্তকালে কোন্ কোন্ গাছে মুকুল ধরে?

৪। ফল কি ভাবে হয়? ত্রিপুরায় কি কি ফল পাওয়া যায়? তাহাদের কোনটির স্বাদ কিরূপ?

৫। রসাল ও নীরস ফলের উদাহরণ দাও।

৬। বীজ কাহাকে বলে? ইহার কাজ কি?

৭। ফলের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর। কি করিয়া বীজ এক স্থান হইতে দূর দূরান্তরে চলিয়া যায়।

---

## পঞ্চম পাঠ

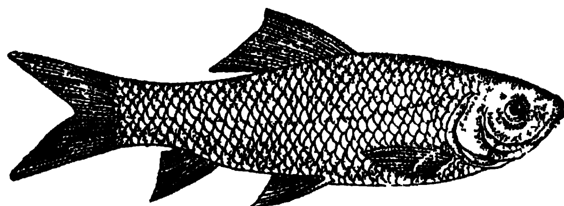
## মাছের কথা

**মাছ কোথায় পাওয়া যায়?**

মাছ জলে থাকে। নদ-নদী, খাল, বিল, পুকুর ও সাগরে মাছ বাস করে। মাছ আমাদের প্রিয় খাদ্য।

**তোমরা কি কি মাছ দেখিয়াছ?**

আমরা রুই, কাতলা, ইলিশ, খলসে, কালিবস,



রুই মাছ

মৃগেল, শোল, বোয়াল, চিতল, কই, মাগুর, শিঙ্গি,

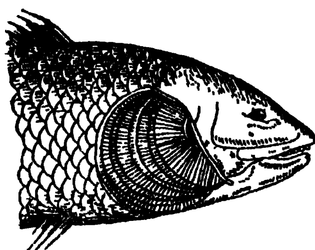
পুঁটি, পাবদা, টেংরা, ভেট্‌কি, মরাল, কামলা, লাটি ইত্যাদি মাছ দেখিয়াছি। এই সকল মাছই ত্রিপুরায় প্রধানতঃ পাওয়া যায়।

[ চিংড়ি এক প্রকার পোকা। তবে মাছ বলিয়া পরিচিত এবং আমাদের প্রিয় খাদ্য। ]

**মাছ কি ভাবে জলে চলাফেরা করে?**

মাছের শরীরে পেটের দিকে দুইটি পাখনা আছে, লেজেও পাখনা আছে। এই সকল পাখনার সাহায্যে মাছ জলের ভিতরে চলাফেরা করে। পাখনা দাঁড়ের কাজ করে। লেজ হালের কাজ করে।

**মাছ কি ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নেয়?**



মাছের ফুলকা

মাছ মুখ দিয়া জল নেয়, কানের ফুলকার ভিতর দিয়া সেই জল বাহির করিয়া দেয়। জলে কিছু বায়ু মিশিয়া থাকে। জল বাহির হইয়া যাইবার সময় ঐ বায়ু ফুলকার রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। ঐ বায়ু হইতে মাছ শ্বাসপ্রশ্বাস চালায়।

**মাছের জন্ম কি ভাবে হয় ?**

মাছ জলে ছোট ছোট অনেকগুলি ডিম পাড়ে। সেই ডিম হইতে মাছের বাচ্চা হয়। এই বাচ্চাকে আমরা 'মাছের পোনা' বলি।

**মাছ ডাঙ্গায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে কি ?**

হ্যাঁ পারে। কই, মাগুর, শিঙ্গি, শোল, লাটি প্রভৃতি মাছ ডাঙ্গায়ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই রকম মাছকে 'জিয়াল' মাছ বলে।

**মাছের গায়ে কি থাকে ?**

আঁশ দিয়া মাছের গা ঢাকা থাকে।

**সব মাছের কি আঁশ আছে ?**

না। রুই, কাতলা, ইলিশ, খলসে, পুঁটি, কই, মৃগেল প্রভৃতি মাছের গায়ে আঁশ আছে। আবার মাগুর, শিঙ্গি, বোয়াল, টেংরা, পাবদা প্রভৃতি মাছে কোন আঁশ নাই। উহাদের চামড়া তৈলাক্ত।

— ——

## ষষ্ঠ পাঠ

# ব্যাঙের কথা

**ব্যাঙ কোথায় থাকে ?**

ব্যাঙ জলে ও স্থলে বাস করে ; এইজন্য ব্যাঙকে উভচর প্রাণী বলে। ব্যাঙ লাফ দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়।

**কত প্রকারের ব্যাঙ দেখা যায় ?**

সাধারণতঃ দুই প্রকারের ব্যাঙ দেখা যায়,—সোনা ব্যাঙ ও কুনো ব্যাঙ। সোনা ব্যাঙ জলে



সোনা ব্যাঙ



কুনো ব্যাং

বাস করে। কুনো ব্যাঙ ঘরের কোণে, গাছের তলায় ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে জায়গায় বাস করে।

**ব্যাঙ কি ভাবে জন্মগ্রহণ করে ?**

ব্যাঙ জলে ডিম পাড়ে। ঐ ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। এই বাচ্চাকে 'ব্যাঙাচি' বলে। ব্যাঙাচি আস্তে আস্তে ব্যাঙে পরিণত হয়।

**ব্যাঙ কি খায়?**

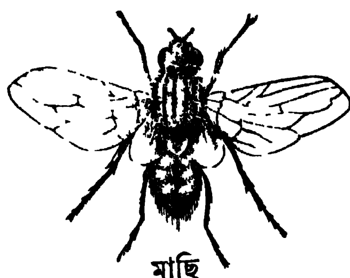
ব্যাঙ মাছের পোনা ও নানারকম পোকামাকড় খায়।

---

### সপ্তম পাঠ

## মশা, মাছি ও প্রজাপতির কথা

প্রায় সব জায়গায় মশা, মাছি ও প্রজাপতি দেখা যায়। ইহারা কীট-পতঙ্গ শ্রেণীর। ইহাদের ডানা আছে। ইহারা উড়িয়া চলাফেরা করে।



মাছি

**মশা, মাছি ও প্রজাপতি কি ভাবে জন্ম লাভ করে?**



মশা

মশা জলে ডিম পাড়ে। মাছি পচা দুর্গন্ধ-যুক্ত স্থানে ডিম পাড়ে। প্রজাপতি গাছের পাতার উপর ডিম পাড়ে। এই ডিম হইতে শরীরের নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ইহারা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা লাভ করে।



প্রজাপতি

**ইহারা কে কি খায় ?**

মশা ও মাছি নোংরা পচা জিনিস খায়। ইহা ছাড়া ইহারা প্রাণীর রক্ত খায়। প্রজাপতি ফুলের মধু খায়।

**ইহারা আমাদের কি অপকার করে ?**

মশা ও মাছি আমাদের খুব অনিষ্ট করে। মাছি কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের জীবাণু ছড়ায়। মশা ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি রোগের জীবাণু ছড়ায়।

প্রজাপতি আমাদের কোন অনিষ্ট করে না, ইহারা দেখিতে সুন্দর।

মশা ও মাছি মানুষের পরম শত্রু। সর্ব্বদা ইহাদের আক্রমণ হইতে দূরে থাকিবে।

---

অষ্টম পাঠ

# শামুকের কথা

**শামুকের সম্বন্ধে কি জান?**

চলিতে ফিরিতে আমরা শামুক দেখিতে পাই। ইহা একটি জলের প্রাণী, আবার স্থলেও শামুক দেখা যায়। শামুকের দেহ নরম। একটি শক্ত



শামুক

খোলার মধ্যে তাহার দেহ ঢুকান থাকে। শামুক খুব আস্তে আস্তে চলে।

**শামুক কি খায়?**

শামুক জলে নরম শেওলা খায়। ডাঙ্গায় নরম পাতা, ঘাস প্রভৃতি খায়।

**শামুক আমাদের কি কাজে লাগে?**

অনেকে শামুকের মাংস খায়। শামুক হাঁসের

প্রিয় খাদ্য। শামুকের খোলস পোড়াইয়া এক রকম চুন তৈয়ার করা যায়।

## অনুশীলনী

১। মাছের জন্মকথা বর্ণনা কর।

২। মাছ জলের মধ্যে কি উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস লয় বর্ণনা কর।

৩। কতকগুলি আঁশযুক্ত ও আঁশ বিহীন মাছের নাম কর।

৪। জিয়াল মাছ কাহাকে বলে?

৫। ব্যাঙের জন্ম বৃত্তান্ত বল।

৬। মশা ও মাছি কি করিয়া জন্মে?

৭। শামুকের দেহের বিশেষত্ব কি? শামুক আমাদের কি কি কাজে লাগে?

---

## নবম পাঠ

## পশুদের কথা

**গৃহপালিত পশু কাহাকে বলে?**

আমাদের বাড়ীতে গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পশু আছে। ইহারা আমাদের নানা রকমের

উপকার করে। ইহাদের গৃহপালিত পশু বলে।

**বন্য পশু কাহাকে বলে?**

শৃগাল, বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি আরও অনেক পশু আছে। ইহারা বনে বাস করে। ইহাদের বন্য পশু বলে।

এইজন্য পশুদের মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়,—গৃহপালিত পশু ও বন্য পশু।

**কয়েকটি গৃহপালিত পশুর নাম কর।**

গরু, ঘোড়া, গাধা, ভেড়া, ছাগল, মহিষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু।

**কয়েকটি বন্য পশুর নাম কর।**

বাঘ, হাতী, খরগোস, শৃগাল, বুনোশুয়োর, হরিণ প্রভৃতি বন্য পশু।

**গৃহপালিত পশুরা কি খায়?**

গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীরা তৃণ খায়। এইজন্য ইহাদের তৃণভোজী প্রাণী বলে।

কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীরা মাছ-মাংস খায়। এইজন্য ইহাদের মাংসভোজী প্রাণী বলা হয়।

**গরু সম্বন্ধে কিছু বল।**

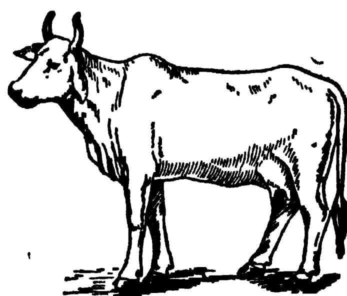
গরুর চারিটি পা, মাথার পাশে দুইটি কান, দুইটি চক্ষু ও দুইটি শিং আছে। শরীর লোমে ঢাকা। লম্বা লেজ আছে। পায়ে খুর আছে। খুর দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাদের শুধু নীচের চোয়ালে এক পাটি দাঁত আছে।

**গরু কি খায়?**

গরু কাচা ঘাস, খড়, গাছপালার পাতা, খইল, কুড়া, ভুসি ইত্যাদি খায়।

**গরু আমাদের কি কাজে লাগে?**

গরু আমাদের সবচেয়ে বেশী উপকারী জন্তু। গরুর দুধ আমাদের প্রিয় খাদ্য। ইহা খুব বলকারী। বাল্যকালে আমরা গরুর দুধ খাইয়া বড় হই। গরুর দুধ হইতে ঘি, মাখন, ছানা, সন্দেশ ইত্যাদি



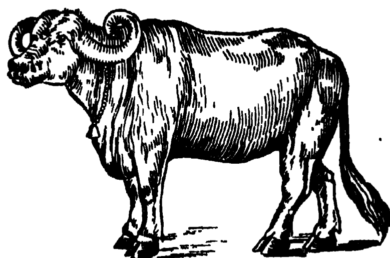
গরু

মিষ্টি খাবার তৈয়ারী হয়। গরুর গোবর ও হাড় সার হিসাবে ব্যবহার করি। গোবর শুকাইয়া ঘুটে

তৈয়ার হয়। গরুর চামড়া দিয়া জুতা, বাক্স প্রভৃতি তৈয়ার হয়। শিং দিয়া চিরুনি তৈয়ার হয়। হাড় নানা কাজে লাগে। বলদ দিয়া গাড়ী ও লাঙ্গল চালানো হয়।

**মহিষ সম্বন্ধে কিছু বল।**

মহিষ দেখিতে গরুর মতই। তবে মহিষ গরু হইতে আকারে কিছু বড ও শিং লম্বা। মহিষও গরুর মত দুধ দেয়। মহিষ গরুর মত ঘাস, খড়, খইল ইত্যাদি খায়।



মহিষ

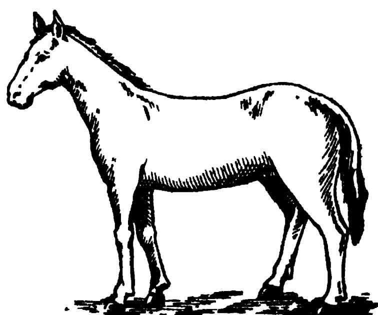
**রোমন্থন বা জাবরকাটা কাহাকে বলে?**

গরু ও মহিষ প্রথমে খাবার মুখে লইয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে। পরে বিশ্রামের সময় সেই খাবার আবার মুখে আনিয়া ভালভাবে চিবায়। ইহাকে রোমন্থন বা জাবর কাটা বলে।

**ঘোড়া সম্বন্ধে কিছু বল।**

ঘোড়ার শরীর লোমে ঢাকা। কপালে এবং কাঁধে লম্বা কেশ আছে। ঘোড়ার চারিটি পা। পায়ে

খুব আছে। খুর বিভক্ত নয়। মাথায় শিং নাই। দুই পাটি দাঁত আছে।



ঘোড়া

**ঘোড়া কি কাজে লাগে?**

ঘোড়া গাড়ী টানে। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বহু দূরে যাওয়া যায়। আগে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া যুদ্ধও করা হইত।

**কুকুর সম্বন্ধে কিছু বল।**

কুকুর প্রভুভক্ত প্রাণী। কুকুরের দেহ লোমে ঢাকা। পায়ে ধারালো নখ আছে। মুখে ধারালো দাঁত আছে।



কুকুর

পোষা কুকুর রাত্রে প্রভুর বাড়ীতে পাহারা দেয়। ইহাতে চোর-ডাকাত আসিতে পারে না। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর। ইহারা খুব শিকারী।

কুকুর মাছ, মাংস, ভাত, রুটি খাইতে ভালবাসে।

**বিড়াল সম্বন্ধে কিছু বল।**

প্রায় সকলের বাড়ীতেই বিড়াল দেখা যায়। ইহারা নিরীহ প্রাণী। বিড়ালের চারিটি পা ও লম্বা লেজ আছে। শরীর লোমে ঢাকা। পায়ে নখর আছে। বিড়ালকে "বাঘের মাসী" বলে। বিড়াল রাত্রের অন্ধকারে ভাল দেখিতে পায়। বিড়াল ভাত, মাছ ও মাংস খায়। মাছ ও দুধই ইহারা ভালবাসে।



বিড়াল

**বিড়াল আমাদের কি কাজে লাগে?**

বিড়াল ঘরের ইঁদুর মারিয়া আমাদের খুব উপকার করে।

**বন্যপশুকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?**

দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

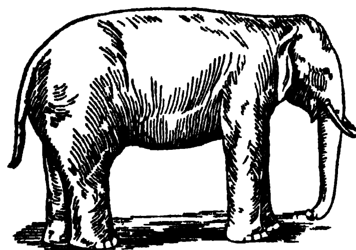
(১) তৃণভোজী—হাতী, জিরাফ, জেব্রা ইত্যাদি।

(২) মাংসভোজী—বাঘ, সিংহ, শিয়াল ইত্যাদি।

**হাতীর বিষয়ে কিছু বল।**

প্রাণীদের মধ্যে হাতী বৃহত্তম। ইহাদের পা

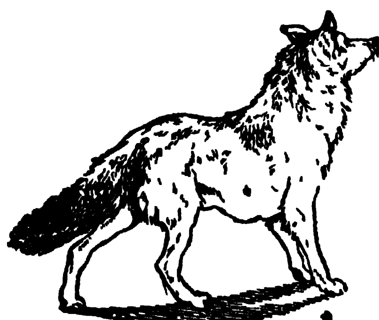
মোটা থামের মত কিন্তু চোখ ও লেজ বেশ ছোট।


হাতী

হাতীর শুড় বড় মজার জিনিষ। পুরুষ হাতীর লম্বা বড় দাঁত হয়। হাতী তৃণভোজী। কলাগাছ ইহাদের প্রিয় খাদ্য। হাতীর পিঠে চড়িয়া যাতায়াত ও অন্যান্য কাজ করা যায়। ত্রিপুরার গভীর জঙ্গলে হাতী দেখা যায়।

**শিয়ালের বিষয় কিছু বল।**

শিয়াল দলে দলে জঙ্গলে থাকে। দিনের বেলায় বাহির হয় না। রাত্রে "হুক্কাহুয়া" রব করিয়া ডাকে। শিয়াল কুকুরের শত্রু। শিয়াল খুব চতুর। সুযোগ পাইলেই হাঁস, মুরগীর ছানা ধরিয়া নিয়া যায়। শিয়াল মাংস খাইতে ভালবাসে, তবে কাঁঠাল পাইলে ছাড়ে না।


শিয়াল

**বাঘের বিষয় কিছু বল।**

বাঘ খুব হিংস্র পশু। বাঘের গায়ের রঙ হলদে, তাহার উপর কাল ডোরা থাকে। বাঘ মাংসাসী প্রাণী। হরিণ, ছাগল, গরু, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণী শিকার করিয়া তাহাদের মাংস খায়। ত্রিপুরায় ছোট ছোট বাঘ দেখা যায়।



বাঘ

---

**দশম পাঠ**

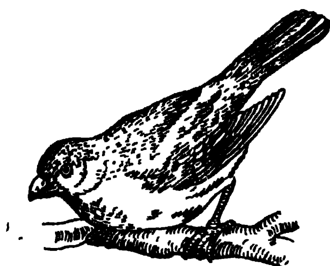
## পাখীর কথা

**পাখী সম্বন্ধে কিছু বল।**

পাখীর শরীর পালকে ঢাকা। পাখীর এক জোড়া ডানা ও এক জোড়া পা আছে। পাখী ডানা দিয়া উড়িয়া বেড়ায়।

পাখীর দাঁত নাই, লম্বা ঠোঁট আছে। পাখী নানারকম বীজ, ফল ও পতঙ্গ খায়। পাখীর

পালক আমরা জামা কাপড়ে ব্যবহার করি। অনেকে পাখীর মাংস খায়।


বাবুই


পেঁচা

**কি ভাবে পাখীর জন্ম হয়?**

স্ত্রী-পাখী বাসায় ডিম পাড়ে। ঐ ডিমে তা দেয়। কয়েকদিন তা দিলে ডিম ফাটিয়া বাচ্চা বাহির হয়।

**ত্রিপুরায় কি কি পাখী দেখা যায়?**

কাক, ময়না, শালিক, কোকিল, টিয়া, বাবুই, চড়ুই, কবুতর, হাঁস, মুরগী, মাছরাঙ্গা, পেঁচা প্রভৃতি পাখী সচরাচর দেখা যায়।

ভারতের অন্যান্য জায়গায় ময়ূর, কাকাতুয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

বাড়ীতে কোন্ কোন্ পাখী পোষা যায়?

ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া, কবুতর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পাখী পোষা হয়।

**কোন্ পাখীর ডিম খাওয়া যায়?**

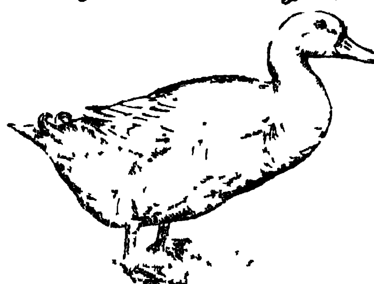
মানুষ সাধারণতঃ হাঁস ও মুরগীর ডিম খায়।

**কোন্ পাখী কোথায় বাসা বাঁধে?**

কাক, কোকিল, শালিক, ময়না, টিয়া, বাবুই গাছের ডালে বাসা বাঁধে; চড়ুই, পেঁচা, কবুতর



মুরগী



হাঁস

ঘরের চালের কোণে বাসা বাঁধে। হাঁস, মুরগীর বাসা আমরা বাড়ীতে তৈয়ার করিয়া দিই।

**অনুশীলনী**

১। গৃহপালিত ও বন্যপশু কাহারা? তাহাদের নাম কর। তৃণভোজী জন্তু কাহারা?

২। গরু সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। ঘোড়ার দেহ বর্ণনা কর। ঘোড়ার খুর ও গরুর খুরের পার্থক্য কি?

৪। জাবর কাটা কাহাকে বলে? ঘোড়া জাবর কাটে কি?

৫। পাখীর দেহের বিশেষত্ব কি? কি কি পাখী বাড়ীতে পোষ মানে?

# তৃতীয় অধ্যায়

## স্বাস্থ্য

### প্রথম পাঠ

### স্বাস্থ্য রক্ষা

**স্বাস্থ্য কি ?**

শরীরের সতেজ, নীরোগ ও সবল অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মুল। পরিচ্ছন্নতাই স্বাস্থ্যের মূল কথা।

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া ভাল করিয়া হাত, মুখ, চোখ, পা ধোয়া, দাঁত পরিষ্কার রাখা, সকল সময় পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা, নিয়মিত স্নান করা, চুল পরিষ্কার রাখা, মুখে যাহাতে দুর্গন্ধ না হয়, সেজন্য মুখ পরিষ্কার রাখা, ঘর, বিছানা, পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি পরিচ্ছন্নতার লক্ষণ। এই সকল নিয়ম মানিয়া চলিলে স্বাস্থ্য রক্ষা করা যাইবে।

**স্বাস্থ্য কি ভাবে গঠন করিবে ?**

স্বাস্থ্যরক্ষার সকল নিয়ম মানিতে হইবে। নিয়মিত খাইতে হইবে। লেখাপড়ার পর নিয়মিত খেলাধুলা, ব্যায়াম করিতে হইবে। খারাপ পচা জিনিষ খাইবে না। এই সকল নিয়ম ভালভাবে পালন করিলে সুন্দর স্বাস্থ্য গঠন করা যাইবে।

**স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে কি লাভ ?**

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। শরীর ভাল থাকিলে নিয়মিত লেখাপড়া, খেলাধূলা ও নানা-রকম আনন্দ করা যাইবে। বিদ্যালয়ে এবং বাড়ীতে সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারা যাইবে। ইহাতে কত আনন্দ। তাই সর্ব্বদা আমাদের শরীর ভাল রাখিতে হইবে।

**রোগ ও তাহার প্রতিকার।**

সর্দি, কাশি, জ্বর, পেটের অসুখ, খোস-পাঁচড়া প্রভৃতি হইলে আমরা রোগ হইয়াছে বলি। রোগ হইলে ভালভাবে খাওয়া যায় না। শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। শরীরে নানারকম কষ্ট হয়।

**রোগ না হইবার জন্য কি করিতে হইবে ?**

ঠাণ্ডা বা অধিক রৌদ্রে না যাওয়া, বৃষ্টিতে না ভিজা, মশা যাহাতে না কামড়ায়, মাছি যাহাতে খাবারে না বসে, খারাপ, বাসি, পচা জিনিষ না খাওয়া, যাহাদের দাদ, খোস-পাঁচড়া হইয়াছে তাহাদের সহিত কম মিশা; এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে রোগ হইবে না।

———

### দ্বিতীয় পাঠ

## হঠাৎ বিপদ ও তাহার প্রতিকার

**আঘাত পাইলে বা মচ্‌কা খাইলে কি করিবে ?**

খেলাধুলা বা কোনও কাজের সময় শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে বা মচকা খাইলে প্রথমে ভিজা কাপড় দিয়া স্থানটি বাঁধিয়া দিতে হইবে। ফুলিয়া ব্যথা হইলে চুন আর হলুদ একসঙ্গে গরম করিয়া সেই স্থানে লাগাইয়া দিলে ব্যথা অনেকটা সারিয়া যাইবে।

**কোনও স্থান কাটিয়া গেলে কি করিবে ?**

বিদ্যালয়ে বা বাড়ীতে কাজের সময় শরীরের কোনও অংশ কাটিয়া গেলে তখনি তাহাতে টিংচার আইওডিন লাগাইতে হইবে। টিংচার আইওডিন না থাকিলে গাঁদা ফুলের পাতার রস বা শিয়াল মুত্রা গাছের পাতার রস অথবা দুর্বা ঘাসের রস দিয়া পরিষ্কার কাপড়ের টুক্‌রা লইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। অবশ্য সম্ভবমত ডাক্তারের সাহায্য লইবে।

**গায়ে আগুন লাগিলে কি করিবে ?**

গায়ে জামা কাপড় আছে এই অবস্থায় শরীরে

আগুন লাগিলে কখনও জল দিবে না। তখনই মোটা কাঁথা, লেপ বা কম্বল চাপা দিয়া ঢাকিয়া দিবে। তাহা হইলে আগুন নিবিয়া যাইবে।



কম্বল চাপা দেওয়া

গায়ের কোনও অংশ পুড়িয়া গেলে মেথিলেটেড স্পিরিট লাগাইয়া দিবে। স্পিরিট না থাকিলে চুনের জল ও নারিকেল তৈল মিশাইয়া লাগাইয়া দিবে। বার্নল নামক ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অবশ্য বেশী পুড়িয়া গেলে সম্ভবমত ডাক্তারের সাহায্য নিতে হইবে।

## অনুশীলনী

১। স্বাস্থ্য কাহাকে বলে?
২। কি কি নিয়ম পালন করিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়?
৩। স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে দশ লাইন রচনা লেখ।
৪। হঠাৎ পা মচকাইলে কি প্রতিবিধান করিবে?
৫। কাপড় জামা পরা লোকের গায়ে আগুন লাগিলে কি করা উচিত?

সমাপ্ত